অখণ্ড সংহিতা বা

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

চতুর্দ্দশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক একশত টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" : হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চতুর্দ্দশ খণ্ডের নূতন প্রথম সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ড-সংহিতা নবম খণ্ড প্রকাশের পর হইতে কাগজের বাজারে এমন একটা দারুণ অবস্থা আসিয়াছিল যে, আমরা দশম খণ্ড হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত অর্দ্ধাকারে বাহির করিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার কালে আমরা সেই ত্রুটির সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

বাংলা ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসে অর্দ্ধকৃতি যে ত্রয়োদশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের কালে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের বর্দ্ধিতায়তন একাদশ খণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বাংলা ১৩৬১ সালের শুভ জন্মাষ্টমীতে যে অর্দ্ধাকৃতি চতুর্দ্দশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৩৬১র ১লা অগ্রহায়ণ যে অর্দ্ধাকৃতি পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, উভয় মিলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বাদশ খণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড যেরূপ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ, বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ খণ্ডও তদ্রূপ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মুদ্রণ কালে আমরা কিছু কিছু অংশ আমাদের মাসিক পত্রিকা প্রতিধ্বনির বিভিন্ন সংখ্যায় "অখণ্ড-বাণী" রূপে প্রচার করিয়াছি। বলা বাহুল্য, প্রতিধ্বনিতে "অখণ্ড-বাণী" সমূহ পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র পাঠক অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

অখণ্ড-সংহিতা নূতন জাতির নূতন বেদ, দেশের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নবজাগরণের মহামন্ত্র-মঞ্জুষা, মানবে মানবে, দেশে দেশে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিকারী প্রেমসূত্র। ইতি—পৌষ, ১৩৭৫

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ঠিক ১৪ বৎসর পরে চতুর্দ্দশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ পৌষ, ১৩৭৫ সনে এক হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা চতুর্দ্দশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতার বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত বত্রিশ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী"

নামে প্রকাশ করিয়া সাধ্যমত নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। ইতি জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সংহিতা দেবী
(মঙ্গলময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়)
গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারিণী

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

ঠিক ছয় বৎসর পরে ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৪ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা ত্রয়োদশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। তৃতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতার বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত একত্রিশ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী"

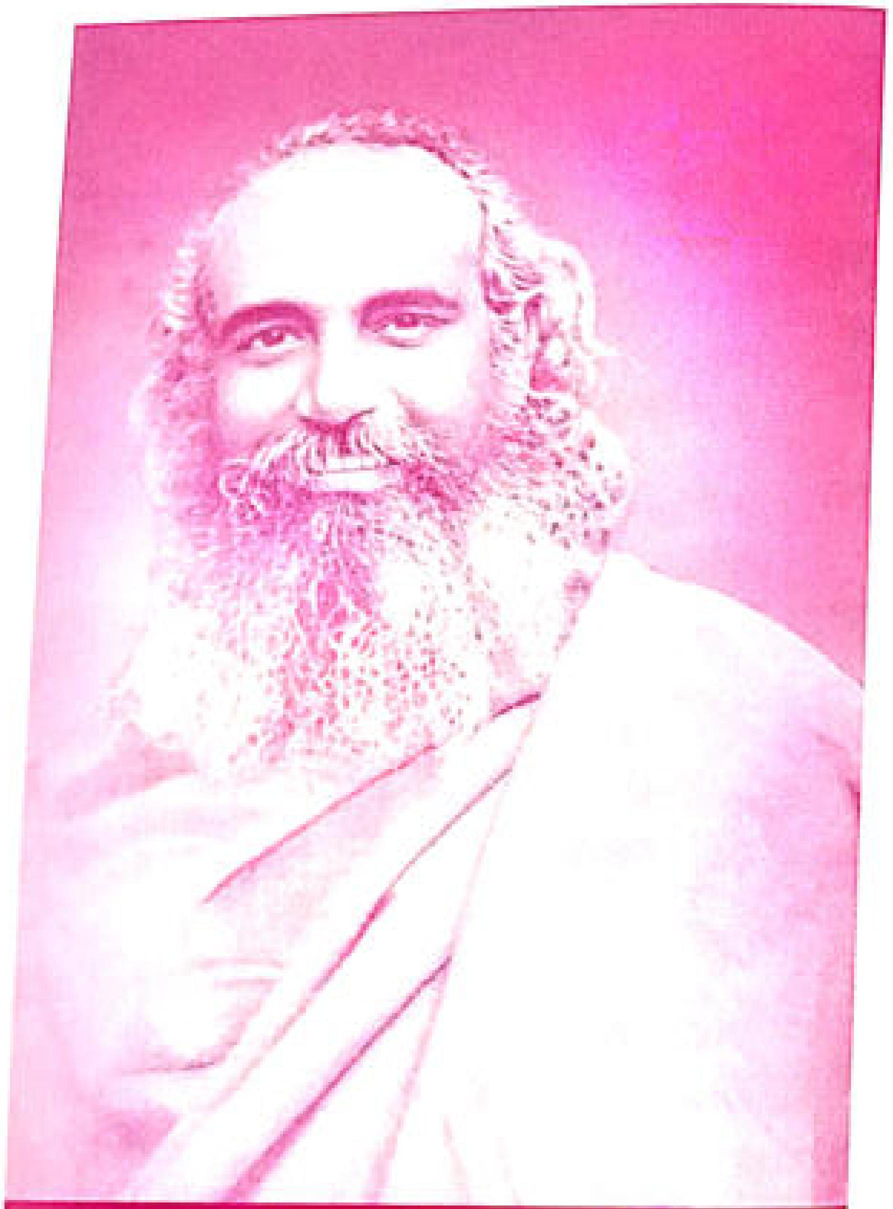

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

চতুর্দ্দশ খণ্ড

—ঃ (*) ঃ—

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
১২ই আশ্বিন, ১৩৪১

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চাঁদপুরে আসিয়াছেন।

হরিওঁ কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনা

কথাপ্রসঙ্গে জনৈক জিজ্ঞাসুকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, হরি-ওঁ-কীর্ত্তন আমার অতীব প্রিয় অনুষ্ঠান। সমবেত উপাসনা আমার ততোধিক প্রিয়তর অনুষ্ঠান। কেন জানো?

হরি-ওঁ-কীর্ত্তন সকলের একত্ব স্বীকার করে, আর সমবেত উপাসনা সকলের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। হরি-ওঁ-কীর্ত্তন হচ্ছে সকলের ঐক্যের ঘোষণা-বাণী; আর সমবেত উপাসনা হচ্ছে ঐক্য-স্থাপনের সিমেণ্ট। তোমরা অন্য কাজে যে যেমন রুচি বা অরুচিই অনুভব কর, এই দুইটী কাজে কখনো অবহেলা ক'রো না।

সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা জেলান্তর্গত মোচাগড়া নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনা-অনুষ্ঠানে কেহ কাহাকেও যোগদান করিতে ডাকিলে এই আমন্ত্রণ রক্ষা না করাকে ঘোরতর দোষ বলিয়া জ্ঞান করিবে। কেহ তোমাকে না ডাকিলেও কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে জানিলে অবশ্যই যোগদানের চেষ্টা করিবে। কোথাও সমবেত উপাসনা সিকি বা অর্দ্ধেক বা ততোঽধিক হইয়া গেলেও যে যেখান হইতে পার গিয়া তাহাতে যোগ দিও। সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করা আর আমাকে অবজ্ঞা করা এক কথা। আমাকে অবজ্ঞা করিলে তাহার ক্ষমা আছে। কেননা, আমি ত' একটা ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করিলে ইহার ক্ষমা নাই। কেননা, ইহা নিখিল জগতের সকল ভগবদ্ভক্তের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীক। আমাকে উপেক্ষা করিলে আমি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাসিমুখে তাহা সহিয়া লইব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীককে উপেক্ষা করিলে মানুষ বা দেবতা, সাধক বা সিদ্ধ, জীব বা ঈশ্বর কে তাহা সহিয়া লইবেন?

উপাসনার বিগ্রহ

"তোমাদের উপাসনার বিগ্রহ হইবেন ওঙ্কার। এতদ্ব্যতীত অপর কোনও বিগ্রহকে সেস্থানে বসাইও না। আমাকে সত্য সত্যই গুরু বলিয়া যাহারা জ্ঞান কর, তাহারাও সর্ব্বসাধারণকে লইয়া উপাসনা করিতে আমার প্রতিচিত্র ব্যবহার করিতে পার না। আমাকে অবিশ্বাস করিবার মত যোগ্য ব্যক্তি জগতে শত শত রহিয়াছে। ওঙ্কারকে কেহই অবিশ্বাস করিবেন না। ওঙ্কারে সর্ব্বমতের, সর্ব্বপথের, সর্ব্বতত্ত্বের সমন্বয়। আর আমি সীমাবদ্ধ একটী মানুষ। আমাকে কেহ মানিবে, কেহ মানিবে না, কেহ ভালবাসিবে, কেহ ভালবাসিবে না। কিন্তু সর্ব্বমন্ত্রমূল, সর্ব্বমন্ত্রসার ওঙ্কারকে সকলেই মানিবে, সকলেই ভালবাসিবে। আমার প্রতি তোমার অন্তরের যে গভীর ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাকে সবলে চাপিয়া রাখিয়া তুমি আগে সকলের কুশলের দিকে তাকাও। যাহাকে সকলে ভজিলে সকলের কুশল, সেই সর্ব্ব-কুশল-কল্পতরু প্রণবের প্রতিই সকলকে আকৃষ্ট কর। আমার প্রতি জগতের একটী প্রাণীকেও আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

পূজাকালীন শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি

"শঙ্খনাদ, ঘণ্টাধ্বনি মহাওঙ্কারের সসীমতম ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং ওঙ্কারেরই ধ্বনিময় অস্পষ্ট প্রতীক। এই কারণেই পূজার্চ্চনায় শঙ্খ-ঘণ্টাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, বাদ্যধ্বনি, গলবাদ্য বা বম্‌বম্ ধ্বনি সকলই ওঙ্কারের স্মারক। ওঙ্কারের স্মারক বলিয়াই ইহাদের এত সমাদর, নতুবা এগুলির বিশেষ কোনও মূল্যই থাকিত না।

পূজাকালীন ধূপ-দীপ

"সাধারণ ভক্তেরা ভগবান্‌কে সাধারণ মানুষের মতই জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য ধূপ-দীপ দিয়া থাকে। কিন্তু এই ধূপদানের প্রকৃত অর্থ, নিজেকে ধূপ ধূমের ন্যায় সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া ঈশ্বরচরণে অর্পণের আকিঞ্চন মাত্র। ভগবানকে দীপদানের অর্থ হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে অজ্ঞান ও আসক্তির নাশকারী জ্ঞানস্বরূপ আলোকের প্রার্থনা। সসীম উপচারে অসীম ভগবানকে পূজা করিতে গিয়া মানুষ যতগুলি বস্তুর ব্যবহার করিয়াছে সবগুলিই এক একটা আত্মনিবেদন-ভাবমূলক রূপক জানিও। এগুলি অর্থহীন আচারও নহে কিম্বা জড়বস্তুর প্রতি আসক্তিবর্দ্ধক উপকরণও নহে। ইষ্টে অনুরাগ বর্দ্ধনের উপায় স্বরূপে এই সকলের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যবহার বহুল ভাবে হইয়া আসিতেছে। যতক্ষণ এগুলি ইষ্টে রতিবর্দ্ধক, ততক্ষণ এগুলি প্রশস্য। কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইলে এগুলি ক্ষতিকর এবং বর্জ্জনীয়। যাহা চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ ইষ্টবৃত্ত করিবে না, তাহা নিরর্থক এবং বিলাসিতা মাত্র। একথা বুঝিয়া চলিবার তোমাদের প্রয়োজন আছে।"

অযাচকের আশ্রম-বৃদ্ধিতে বিপদ

কুমিল্লা-জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশ্রম-ভূমি দানের প্রস্তাব করিয়া অনেকেই ত' অনেক স্থান হইতে পত্র দিতেছ। কিন্তু বাবা, আমি দেখিতেছি, এই প্রস্তাবের পিছনে আমার পক্ষে একটা অতি গুরুতর বিপদ রহিয়াছে। তাহা এই যে, সকলেই চাহ যে, আমি আশ্রম করিবার জন্য তোমাদের প্রদত্ত দুই বা পাঁচ কাঠা জমি লইয়া যেন তাহাতে আসিয়া কুলীর মত শ্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে শ্রমের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করি। ইহা দুই এক স্থানেই সম্ভব, স্থানে স্থানে সম্ভব কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিও। আমি চিরযৌবন নিয়া আসি নাই কিম্বা অমর দেহও পাই নাই। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব কর্ম্মীরা স্বকীয় আগ্রহে আশ্রমের কর্ম্মিত্ব লইয়া নিজেদের চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে আশ্রমীয় কার্য্য করুক। শত শত আশ্রম আমি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া যাইতে পারি, কিন্তু

আমি গৃহীও নহি কিম্বা কশ্যপ ঋষির ন্যায় সহস্র সহস্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও আমার নাই। এমতাবস্থায় কর্ম্মী যে আমি সর্ব্বত্রই তোমাদিগকে জোগাড় করিয়া দিতে পারিব, এইরূপ আশা তোমরা করিও না। আমি কর্ম্মযোগী বলিয়াই আমার উপরে তোমাদের দাবী অত্যধিক। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে অনন্ত-কাল তাহা আমাকেই চালাইয়া যাইতে হইবে, তোমাদের চিত্তে এইরূপ ভাব থাকা সঙ্গত কিনা তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখিও। অযাচক বলিয়া আশ্রমের কর্ম্মীদের অন্ন অর্জ্জন করিয়া দিব আমি এবং কর্ম্মী বলিয়া আশ্রমের পূজার পুষ্প-চয়ন হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যার দীপ জ্বালান এবং রাত্রির কুলুপ লাগান পর্য্যন্ত সবকাজের সুচারু নির্ব্বাহের দাবী গ্রামবাসীরা আমার উপরেই করিবেন। পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া দেখ, ইহা কোনও সঙ্গত অবস্থা কিনা। তোমরা এই সকল বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করতঃ আমাকে তোমাদের গ্রামে ভূমি-গ্রহণ করিয়া নূতন একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে অনুরোধ করিও। আজ পর্য্যন্ত এমন একটী প্রস্তাবও ত' তোমাদের কাহারও কাছ হইতে আসিল না, যাহা গ্রহণ করিলে, সেই আশ্রমের কর্ম্মীদের অন্ন আবার আমাকেই অন্য স্থান হইতে অর্জ্জন করিয়া পাঠাইতে হইবে না। দুই এক গ্রামে গ্রামবাসীরা কর্ম্মীদের অন্নবস্ত্রের ভার নিয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু এই সকল কর্ম্মী এত অনাদরের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন যে, তাহাদের অনেকের মানসিক ক্লেশের কথা

ভাবিলে আমার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। সেবককে যদি গ্রামবাসীরা সেবক না ভাবিয়া গলগ্রহ ভাবে, তাহা হইলে কোন্ আনন্দে এই সকল কর্ম্মী গ্রামবাসীদের সেবা দিবেন? এই বিষয়ও চিন্তা করিও। সুতরাং এই ধারণাই করিয়া রাখ যে, তোমাদের অধিকাংশ দানের প্রস্তাবই আমার নিকট হইতে ইতিবাচক উত্তর নিয়া ফিরিবে না।

পল্লীসেবায় মহিলা-কর্ম্মীর বিপদ

"মহিলাদের দিয়া সমাজ সেবার চেষ্টার মধ্যেও আমার মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ রহিয়াছে। সাধারণ গ্রামবাসীর মনের নৈতিক ধারণা সমূহ যতটুকু উচ্চ হইবে, বহিরাগত মহিলা-কর্ম্মীদিগকে তাহারা সেই দৃষ্টিতেই দেখিবে। সাধারণতঃ যাহারা পাপাচারী ও ব্যভিচারী, তাহারা সতীসাধ্বী ললনোত্তমা সম্পর্কেও মন্দ ধারণা করিয়া থাকে। কর্ম্মযোগ গ্রহণ করিয়া যে সকল মহিলা গ্রামে গ্রামে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহারা অবশ্য এই সকল নীচ লোকের নিকৃষ্ট ধারণা বা ইতর সমালোচনা গ্রাহ্যে আনিবেন না। কিন্তু বিপদ হইবে তোমাদের নিয়া। তোমরা এতই অগঠিত-চরিত্র এবং চঞ্চল যে, কেহ আসিয়া বারংবার যদি তোমাদের সমক্ষে তোমাদের নিজ নিজ পরিবারভুক্তা রমণীদের চরিত্রের বিরুদ্ধেও কুৎসা কহিতে থাকে, তবে অসত্য হইলেও তাহা গোপনে গোপনে বিশ্বাস করিয়া নিবে এবং উক্ত আত্মীয়ার প্রতি সন্দিগ্ধ চিত্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লইয়া চলিবে। এত নিকৃষ্ট মন এবং এইরূপ কদর্য্য নীচতার সম্বল লইয়া তোমরা আগ্রহ-ভরে যে মহিলা-কর্ম্মীকে নিজ গ্রামে ডাকিবে, গ্রামে আসিলে যাঁহাকে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমর্থন করিবে, চলিয়া যাইবার সময়ে যাঁহাকে পুনরায় আসিবার জন্য শতবার ব্যগ্র ও ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ করিবে, চলিয়া যাইবার পরে যাঁহার জন্য কাঁদিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুকুরের জলবৃদ্ধি ঘটাইবে, দুদিন পরে তাঁহাদের সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা গাহিতে, কুৎসিত অনুমান করিতে, জঘন্য কথা কহিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না। তোমাদের ভিতরের চরিত্র আমার নিকটে এত সুপরিস্ফুট যে, অন্যত্র গোপন করিতে পার ত' কর, আমি বুঝিতেছি যে, তোমাদের অনুরোধে মহিলাকর্ম্মীদের নিয়া গ্রামে গ্রামে কাজ করা বা তাহাদের একাকিনী কোনও গ্রামে পাঠান সত্যই বিপজ্জনক। এই কারণেই তোমাদের আগ্রহের উপরে ভরসা করিয়া কোনও মহিলা-কর্ম্মীকে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। কিন্তু ঘটনার চাপে যদি তাহাই করিতে হয়, অবশ্য তাহা করিব। কিন্তু একথা মনে জানিয়াই করিব যে, তোমাদের অনেকের কপটতা, অসরলতা, সন্দিগ্ধতা, চিত্তের অস্থিরতা এবং সঙ্কল্পের অদৃঢ়তা সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে।

সৎপ্রস্তাব ও প্রস্তাবকারীদের চরিত্রোন্নতি

"সৎপ্রস্তাব তোমরা অনেকেই করিতেছ। পূর্ব্বে সৎপ্রস্তাব কমই পাইতাম, এখন বেশী পাই। এই দিক দিয়া তোমরা উন্নত হইতেছ। ইহা আমি প্রশংসার সহিত লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু বাবা, সৎপ্রস্তাব প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিজেদেরও প্রাণপণে সৎ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজেরা যদি সৎ হইবার চেষ্টা রাখ, তাহা হইলে তোমাদের প্রদত্ত সৎপ্রস্তাব পাইয়া যাঁহারা তাহাকে কর্ম্মে রূপ দিবার জন্য প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের বাহুতে বলের সঞ্চার হইবে, বুকের সাহস বাড়িবে, পথের কন্টক কমিবে। সৎপ্রস্তাব প্রেরণ করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে গাছে তুলিয়া দিয়া অনেককেই শেষে মই তুলিয়া পলায়ন করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, প্রস্তাবকদের প্রস্তাব সৎ হইলেও সেই মানুষগুলি নিজেরা সৎ নহে। সৎ হইলে তাহার মেরুদণ্ড শক্ত থাকে, সৎ হইলে সঙ্কল্পে দৃঢ়তা থাকে, সৎ হইলে সহজে কেহ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও পথচ্যুত হয় না। সৎলোক বাধা দেখিয়া বিপক্ষ দলে যোগ দেয় না, কিম্বা শল্যের ন্যায় কর্ণের কাণে কাণে নিয়ত নিন্দা শুনাইয়া কর্ম্মীর প্রাণকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা পায় না। সৎলোক কাণ-কথায় কাণ দেয় না, সৎলোক পরের চুক্‌লি কাটে না। সৎলোক কোন্দল সৃষ্টি করে না,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোটনামি করে না। তোমরা নিজেরা যদি সৎ হও, তবেই বাহির হইতে সৎলোকেরা অসিয়া তোমাদের সহযোগ দিয়া এবং পাইয়া তৃপ্তি পাইবেন, আনন্দ পাইবেন, আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। প্রস্তাবকেরা সৎ হইলে প্রস্তাবগ্রহণকারী কর্ম্মীরা নিজেদের দুই চারিটা ক্ষুদ্র ত্রুটী থাকিলেও তাহা অনায়াসেই কর্ম্মের পথে চলিতে চলিতেই সংশোধন করিয়া নিতে পারিবেন। নিখুঁত কর্ম্মী জগতে দুর্লভ, নিষ্কলঙ্ক আচরণ জগতে দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু আহবায়কদের সততার অনুপাতে আহূত কর্ম্মীদের সততা বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথা স্মরণে রাখিলে তোমাদের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া যাইবে। আমার পত্রকে তোমরা কেবলই তিরস্কারের ভাবে নিও না, ইহার মধ্যে হিতৈষী জনের প্রদত্ত হিতকর উপদেশ রহিয়াছে কি না, তাহাও খুঁজিয়া দেখিও।"

নামাশ্রয় কর

নোয়াখালী জেলান্তর্গত খণ্ডল-পরগণা নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাবা হে, সহস্র প্রকারের বিচার-বিতর্কের বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া মনঃপ্রাণ এক করিয়া ভগবানের পরমপবিত্র নামে ডোব।

"সে যে, নাম-সাধনার গুণ,
চাও কি না চাও, দেবার বেলায়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেবে হাজার গুণ।
"সকল জ্বালা প্রশমিতে
ঢাল্‌বে সুধা দগ্ধ চিতে,
নামের ভিতর নামীর হৃদয়
বড়ই সকরুণ।
"সান্ত্বনার ঐ সলিল-ধারা
কর্‌বে তোমায় আত্মহারা,
নিভিয়ে দেবে জন্মযুগের
বাসনার আগুন।"

"নিজেকে অনাথ নিরাশ্রয় বলিয়া ভাবিও না, তুমি মঙ্গলময় নামকে নাথ এবং আশ্রয়-স্বরূপে পাইয়াছ;

"নাম যার সাধা আছে
হৃদয়ের তারে,
ভয়-ভীতি তার বল
কি করিতে পারে?
"নামেরে পরাণ দিয়া
অমর হইল হিয়া,
সব দুখ-তাপ লীন
নয়ন-আসারে।
"পরম-শরণ নাম
নিখিল-অভয়-ধাম,

চরম সান্ত্বনা-দাতা

ভুবন-মাঝারে

"নীচ জাতি বলিয়া একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তোমাকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দীন-দরিদ্র বলিয়া একজন ধনপতি বৈশ্য তোমাকে অবহেলা করিতে পারে, এমনকি পতিব্রতা বলিয়া খ্যাতা স্ত্রীও পত্নী-সুখ-সম্পাদনে অক্ষম বলিয়া তোমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, পুত্র-কন্যাগণ উপযুক্ত সেবা-যত্ন পায় না বলিয়া তোমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইতে পারে, অঞ্জলি ভরিয়া বার্ষিক দক্ষিণা দিতে অক্ষম বলিয়া বংশ-গুরু রুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অক্ষম হও আর সক্ষম হও, নামকে আশ্রয় করিবার জন্য যদি আংশিক ভাবেও কখনো চেষ্টা করিয়া থাক, তবে সুখে-সম্পদে, দুঃখে-বিঘ্নে, স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে, কর্ম্মে-জাগরণে, ইহকালে এবং পরকালে কোনও অবস্থাতেই নামের অপার করুণা তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। নামদ্বেষী অসাধকেরা এই কথা বুঝুক আর না বুঝুক, তোমার পক্ষে ইহার প্রমাণ পাইতে খুব দেরী হইবার কথা নয়। নামকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া অপর সকল আশ্রয়ের কৌলীন্য, প্রামাণ্য অস্বীকার কর। নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত। একথা ভুলিও না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবহেতু ভুল হইয়া যাইতে চাহিলে তোমার মনকে বল-প্রয়োগে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নামের সহিত সংযুক্ত করিতে থাক। ইহাতেই সকল ভুল সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

'নাম বিনে আর তোর কিরে ভাই
আছে রে উদ্ধার?
নাম যে রে তোর হৃদয়-রতন
সকল সুখের সার।

"নামই যে তোর জীবন-মরণ,
নামই যে তোর পরম-শরণ,
নামের বলে যাবি চলে
অকূল দুখের পার।

"নামটী যদি যাস্‌রে ভুলে
কে আর কোলে নেবে তুলে,
কে ঘুচাবে ব্যথার জ্বালা,
প্রাণের হাহাকার?

আনন্দের মেলা জমাও

"আমি যদি গুরু হইয়াও সম্পূর্ণ-রূপে নামাশ্রয় করিতে না পারিয়া থাকি, তোমরা আমার শিষ্য হইয়াও তাহা করিতে সমর্থ হইয়া আমাকে ধন্য এবং কৃতার্থ কর। তোমাদিগকে যে আমি ভালবাসি, উহা কি অকারণ বা অহেতুক?

"তোরা আমার পর কি আপন
কে জানে?

তবু তোদের লাগি আমার
মন টানে।।
"আমার প্রভুর লাগি তোরা
হ'লি যেদিন আপন-হারা,
সেদিন হ'তে তোদের নিবাস
প্রাণ-খানে।।
"প্রভু যদি আসেন রে আজ,
আমার ভাঙ্গা এই হৃদি-মাঝ,
তোদের ফেলে চাইব একা
কোন্ প্রাণে?
"একা আমি মজ্ব না রে,
ডাক্‌ব তোদের বারে বারে;
সবাই মিলে দেখ্‌ব তাঁরে
সন্ধানে।।
"সবাই মিলে কর্‌ব বরণ,
সবাই মিলে পূজব চরণ,
সবাই মিলে গাইব রে নাম
এক তানে।।

"এস আজ সকলে মিলিয়া আনন্দের মেলা জমাও। তামসিক বা রাজসিক আনন্দের নহে, দিব্যানন্দের পূর্ণানন্দের মেলা। খিচুড়ী, পায়েস, কোলাহল বা হট্টগোলের মেলা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নহে, ধ্যানভাবের ঘন-গভীর সমাবেশের মেলা। ধ্যানস্থ বিন্ধ্যাচল ধ্যানস্থ হিমগিরির সমীপস্থ হউক। ধ্যানী বুদ্ধ ধ্যানী কৃষ্ণের পার্শ্বে আসিয়া আসন-পরিগ্রহ করুন। চপল, চটুল, ইন্দ্রিয় লালসাতুর চিত্ত নিজ-প্রকৃতি পরিহার করিয়া ধ্যানমগ্ন মহাশিবের চির-সুন্দর স্বভাব আয়ত্ত করুক। নামে মজ আর আনন্দের মেলা জমাও।

আমার চখেই কাঁদে

"আমি তোমাদের জন্য অনন্তকাল কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি, তোমাদের আনিয়া স্নেহের বুকের স্পর্শ দিবার জন্য কত অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি, এ কান্না কি একা আমারই কান্না বাছারা?

"সে যে আমার চোখেই কাঁদে,
আমার বাহু-পাশেই তোরে
প্রেমের পাশে বাঁধে।।
"আমার প্রাণের আকুল গানে,
সেই ত' তোরে টেনে আনে,
কতই অধীর করুণ ভাষায়
ডাক্‌ছে কতই ছাঁদে।।
আমার মুখেই প্রভুর বাণী
ব্যাকুল করে তোর পরাণি,

আমার সকল অনুনয়ে
সেই ত' তোরে সাধে।।
"আমার আপন কর্‌ল যারে,
তার কি আপন সে হয় না রে?
আমার সকল মুখের কথা
ফুট্‌ল তাঁরই নাদে।।

আর কত কাল

"আর কতকাল অলস শয়নে পড়িয়া রহিবে? আর কতকাল ভগবান্‌কে কাঁদিতে দিবে?

"আমার প্রভু তোর লাগি যে
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আর কতদিন থাক্‌বি রে তুই
অসার সুখে আত্মহারা?
ছেলেহারা মায়ের মত
তোরেই ত' ডাকে সতত,
তুই কি রে তার কাছে গিয়ে
মুছাবি না নয়ন-ধারা?

"জীবের জন্য ভগবান্ কাঁদিয়া মরেন, ইহা একান্তই নূতন কথা নহে। প্রেমিক হও, তখন বুঝিতে পারিবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার প্রভু তোরে চায়

"তিনি অবিরাম তোমাকে চাহিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়া যেমন তোমার চলে না, চলিতে পারে না, তোমাকে ছাড়াও তেমন তাঁহার চলে না।

"আমার প্রভু তোরে চায়।
তুই কেন রে আছিস ডুবে,
মিথ্যা কপট ভাবনায়?
"বৃথা ভ্রান্তি দে না ছেড়ে,
ফেলে দে অশান্তি ঝেড়ে,
তপ্ত তনু কর্ সুশীতল
নামের সুবিমল ধারায়।।
"অধম হ'লেও তোরই লাগি'
ঐ প্রভু রয়েছেন জাগি',
দিন-রাতি ঐ ডাক্‌ছে রে শোন্
'আয় রে আমার বুকে আয়'।।
"জীবন-জোড়া হাহাকার,
নয়ন-ভরা জলের ধার,
সকলি তোর সফল হবে
পড়্ গিয়ে ঐ রাঙ্গা পায়।।

"একটী দিনও আর বৃথায় কাটাইও না। নামের যোগে পরম প্রেমময় শ্রীপ্রভুর চরণে অবিলম্বে গিয়া আত্মসমর্পণ কর।"

কুক্কুর-ধর্ম্ম

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মুরাদনগর থানার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলের সাধারণ শত্রুর অত্যাচার নিবারণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন-বোধ অপেক্ষা তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ অমিল নিয়া বাদ-বিসংবাদ ও কলহ-কচায়নের রুচি অধিকতর তীব্র। আত্মকলহরূপ কুক্কুর-ধর্ম্মকে তোমরা ধর্ম্মের সার এবং সেরা বলিয়া গণ্য করিয়াছ এবং তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া সর্ব্বসুখে ও সর্ব্বশান্তিতে জলাঞ্জলি দিতেছ। আত্ম-প্রাধান্য রক্ষাই তোমাদের নিকটে বড় কথা, সমগ্র সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা বা কুশল তোমাদের নিকটে এস্থলে তুচ্ছ। সমাজের কুশলের দোহাই দিয়াই তোমরা অবিরত যাহা করিয়া যাইতেছ, তাহা আত্ম-হনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একজনকে নেতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে না মানা তোমাদের মজ্জাগত স্বভাব। কেহ নিজের ত্যাগ, তপস্যা ও ব্যক্তিত্বের বলে তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া কোনও মহাশক্তির অভিযান পরিচালনে উদ্যত হইলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের ঢাক বাজাইতে সুরু কর,—নেতার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিতে তোমরা সর্ব্বদা তৎপর। তোমাদের এই কুক্কুর-ধর্ম্মই তোমাদের জাতীয় পরাধীনতার প্রধানতম কারণ এবং ইহাই তোমাদের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রমুখ সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূল-স্বরূপ হইয়াছে। কবে যে তোমরা তোমাদের এই বিপজ্জনক ত্রুটীর বিষয় সম্যক্ প্রণিধান করিয়া আত্মসংশোধন করিবে, কে জানে? কথায় বলে, কুকুরের লেজ নাকি শত বৎসর ঘৃতমর্দ্দনেও সোজা হয় না। কিন্তু তোমরা ত' মানুষ। ধর্ম্ম যাহারই গ্রহণ করিয়া থাক, তোমরা পশু নহ, মানুষ। এই কারণেই প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা করিতেছি যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের চৈতন্যোদয় হইবে এবং আত্ম-কলহের উপলক্ষ্য-সমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া মিলনের ও প্রেমের ভিতর দিয়া ব্যাপক সমাজ-কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইবে।"

গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন

ফরিদপুর জেলান্তর্গত রাজবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাকে গোপন করিয়া রাখা হয়, তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সাধন-ভজনের বলে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের নিম্নাবস্থিত স্তর অতিক্রম করিতে সমর্থ হও। কিন্তু যতক্ষণ তাহা করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ কুটিল কৌতূহল মনের বৃত্তিগুলির ভিতরে জটিল গ্রন্থি পাকাইতে চাহিবেই। কিন্তু তজ্জন্য নিজেকে নিরুপায় জ্ঞান করিও না। মানুষ, পশু বা পক্ষী প্রভৃতির গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের জন্য যখনই মনে কৌতূহল বা প্ররোচনা অনুভব করিবে, তখনই চিন্তা করিতে সুরু করিও যে, ভগবান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াও কিভাবে নিজেকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? চোখের উপরে যে সব জিনিষ দেখিতেছ, কাপড়, জামা, আলোয়ান, গাছ, পাথর, দেওয়াল, ইট, কাঠ, বাড়ী, গরু, ঘোড়া, মহিষ, বন, পর্ব্বত, নদী, সব জিনিষের ভিতরেই তিনি রহিয়াছেন, অথচ কি এক অদ্ভুত অঘটন এই যে, তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই? গোপন অপেক্ষাও গোপনীয় এই রহস্যময় ঠাকুরের দর্শনটীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নিজের মনকে অধিকতর কৌতূহলী করিও। জড়-বস্তু সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিকর কৌতূহল হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া পাপমুক্ত রাখিবার পক্ষে ইহা এক অমোঘ সদুপায় জানিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুদ্রোহের লাভ-ক্ষতি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধীন কোনও গ্রামবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উদারচেতা গুরু জগতে সর্ব্বদাই সুদুর্লভ হইবেন এবং শিষ্যের গুরুদ্রোহকে ক্ষমা বা স্নেহের দৃষ্টিতে অল্প ব্যক্তিই দেখিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু গুরুদ্রোহকে দুই কারণে স্নেহ এবং ক্ষমার চক্ষে দেখিবার উপযোগিতা আমি অনুভব করিতেছি। প্রথম কারণ এই যে, দ্রোহের মধ্য দিয়াও শিষ্য পরিণামে দ্রোহাতীত কুশল আহরণ করিতে পারে, যদি তাহার এই দ্রোহ-পরিচালন থাকে সত্যের অধীন, সততার অধীন, মিথ্যার সহিত আপোষ-বর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার হীন ও নীচ ষড়যন্ত্র-পরায়ণতার গোপনতা হইতে মুক্ত। সরলচেতা শিষ্যের দ্রোহভাব পরিণামে শিষ্যের কুশল আনয়ন করে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শিষ্যের দ্রোহ গুরুকে নিজ কর্ত্তব্য সম্পর্কে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অবহিত করিয়া থাকে। আমার ভিতরে গুরুভাবের উন্মেষ ঘটার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি বহুবার তোমাদের বহুজনের একক বা সঙ্ঘবদ্ধ দ্রোহের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছি এবং পরিণামে তাহা আমার পক্ষে অবিমিশ্র কুশলেরই হেতুস্বরূপ হইয়াছে। দ্রোহ-পরিচালকেরা সকলেই যে সমভাবে এইরূপ লাভবান

হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, কেন না সত্য এবং সরলতাই তাঁহাদের সকলের একমাত্র অবলম্বন ছিল না, কেহ কেহ অন্য হাতিয়ার ধরিবার জন্য হস্তকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই দুইটী হাতিয়ার সযত্নে পরিহার করিতে অকুণ্ঠিত ছিল। দ্রোহভাবসম্পন্ন শিষ্যকে হিতোপদেশ প্রদানের দ্বারা যে সত্য এবং সরলতার পথে আনা যায় না, এমন কি তার অভিমানান্ধ চিত্তকে রোদনের অশ্রুধারায়ও যে বিন্দুমাত্র কোমল করা যায় না, ইহা এক নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। এই কারণে আমি অনুচিত তোষণের পথ পরিহার করিয়া এই সময়ে তাঁহাদের কুশলের জন্য অবিরাম শুধু নামজপ করিয়া গিয়াছি। এই নামজপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল তাঁহাদেরই জীবনে গিয়া দ্রুত কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, যাঁহারা দ্রোহকে অসত্য ও অসততার পথে পরিচালন করে নাই।

গুরুদ্রোহীদের চরিত্র

"অনেক শিষ্য-নামধেয় ব্যক্তিদের এইরূপ অভিমান থাকে যে, তাঁহারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অমুক গুরুর মান বাড়াইয়াছেন, প্রতিপত্তি বাড়াইয়াছেন, লোক-সমাজে অখ্যাত অজ্ঞাত গুরুকে খ্যাতিমান্ ও প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, নতুবা এই বৃক্ষতলচারী, লোটা-কম্বল-সম্বল, দরিদ্র এবং নিঃসম্পদ গুরুকে জগতের কে চিনিত, কয়টা লোকে জানিত ইত্যাদি। এই জাতীয় শিষ্যেরা অতি সহজে গুরুদ্রোহী হন। অকারণকে

কারণরূপে ইঁহারা খুঁটি ধরেন এবং সামান্য হইতে অসামান্য বিদ্বেষের ইঁহারা সৃষ্টি করেন, তিলকে তাল করিয়া, সর্ষেকে বেল করিয়া, অর্দ্ধ-সত্য অর্দ্ধ-মিথ্যা প্রচার করিয়া, ভিত্তিহীন গুজবের সৃষ্টি, পুষ্টি এবং প্রসার সাধনে বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থকে নিয়োজিত করিয়া বেচারী গুরুদেবকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিবার জন্য ইঁহারা চেষ্টা করেন। আকাশ জুড়িয়া ইঁহারা মাকড়শার জাল বুনিয়া বেড়ান এবং আকাশ হইতে হাস্যকর সব উপকথা ডজনে ডজনে আমদানী করিয়া অবিরাম বাজার গরম রাখিতে চেষ্টা করেন। একটী কাহিনীর টাটকা গরম-ভাব একটু তেনাইয়া আসিতে না আসিতে আর একটি আশ্চর্য্যতর কাহিনীর উদ্ভাবন চলিতে থাকে। এভাবে ইঁহারা কি যে করেন আর কি যে না করেন, তাহা ইঁহারা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না। তবে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং দ্রোহভাব নিতান্তই অনিত্য ব্যাপার, তাই পরিণামে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঝাপটা, বাতাস ও ধূলি-মলিনতার পরেও গুরুদেবের সাধন-সূর্য্য হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল গগনে পুনরায় কিরণ বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দকে জেল দেওয়া হইয়াছিল, স্বামী নিগমানন্দের বিরুদ্ধে বিরাট মামলা ফাঁদা হইয়াছিল, কিন্তু কে না জানে যে, এগুলি সবই সাজানো ঘটনা আর পড়ানো সাক্ষীর সম্বলেই সম্ভব হইয়াছিল? কিন্তু তপস্বীদের তপস্যা ইহাতে চির-মেঘাবৃত হইয়া যায় নাই। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পুনরায় জন-সমাজকে তাঁর সাধনার অভয়-বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র ভব-ভয়-ক্লিষ্টকে অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মামলার জঞ্জাল ঝাড়িয়া নিগমানন্দ রাহুমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনরায় ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে ভাস্বর মূরতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি সাজানো মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারাই কয়দিন পরে নিগমানন্দের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বারংবার তাঁর আশ্রমে যাইয়া মাথা-কপাল খুঁড়িয়াছিল। এইরূপ ঘটনা জগতে অনেক ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে।

গুরুদ্রোহের বনাম ব্যক্তিত্বের অতিবৃদ্ধি

"যেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশের কোনও কারণ নাই, শিষ্যের প্রতি এমন কোনও আচরণ নাই, যাহা শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক বা আর্থিক ভাবে শিষ্যের কোনও প্রকার ক্ষতির হেতু হইতে পারে বা হইয়াছে, সেই স্থানেও যখন শিষ্যদের গুরুদ্রোহ দেখিতে পাইবে, তখন ইহার কারণ সাধারণত জানিতে হইবে অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ব-বোধের বৃদ্ধি। নিজ ব্যক্তিত্ব-বোধের অতিমাত্রায় বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল হইতেছে কর্ত্তৃত্বস্পৃহা, প্রভুত্ব-লিপ্সা, নিজ বুদ্ধিবলে অত্যধিক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আস্থা, নিজ শক্তি এবং প্রতিভায় অপ্রমেয়তার আরোপ এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও আত্মাভিমানকে আহত ও অপমানিত বোধ করা। নবযুগের গুরুরা শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিবেন, ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বোধের অতি-বৃদ্ধির ফলে নবযুগের চেলারা পদে পদে গুরু-গৌরব লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মের সংসারে বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে নিত্য নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবেন, ইহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একান্ত স্বাভাবিক কথা। প্রাচীন কালের আচার্য্যেরা এবং প্রাচীনের পদাঙ্কানুসরণ-কারী বর্ত্তমানকালের সনাতনী গুরুদেবেরা ধর্ম্ম-জগতে শিষ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিতে অসম্মত এবং অক্ষম। কেন না, ব্যক্তিত্বের নাম করিয়া শিষ্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইলে বা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, তখন কিসের দোহাই দিয়া ইহাদের অধোগতির বেগবত্তা কমাইতে পারিবেন? শিষ্যের ব্যক্তিত্ব যেখানে হিমালয়ের শৃঙ্গকেও নিজ স্পর্দ্ধায় অতিক্রম করিয়া মেঘজালের অনন্ত ঊর্দ্ধে বিচরণকারী নক্ষত্র-মণ্ডলীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে উদ্যত, সেখানে গুরু-নামধারী সাত্ত্বিক বেচারী কি দিয়া তাহার গতিরোধ করিবেন? তিনি নির্ব্বাক্ ঔদাসীন্যে ঔদ্ধত্যের চপললীলা দেখিতে দেখিতে একমাত্র ঈশ্বর-করুণার অবতরণ ব্যতীত আর কিসের প্রতীক্ষা করিবেন? ব্যক্তি-বুদ্ধির একান্ত বৃদ্ধি যেখানে, সেখানে গুরুদেব

দুই শিষ্যের মধ্যে একজনকে কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ততর বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে কোনও ভার বা দায়িত্ব অর্পণ করিতে গেলে, একমাত্র এই ক্ষুদ্র ছুতা হইতে এক কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে পারে। মহাত্মা ক.... তাঁর মঠের ট্রাষ্টীপদ কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তে দিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, ফলে দেখ কতগুলি সন্ন্যাসী-শিষ্য মঠ-বিতাড়িত হইয়া ওর আশ্রমে তার আশ্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনপাত করিতেছেন। মহাত্মা খ.... তাঁর আশ্রমের গ.....কে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ জানিয়া মোহান্তের পদ প্রদান করিয়াছিলেন, ফলে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের হলাহলে কয়েকটা বৎসরের মধ্যে বিরাট প্রতিষ্ঠান জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। মহাপুরুষ ঘ.....জনৈক ধনী ভক্তের গৃহে পদার্পণ করিতে সময়াভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, মাত্র এই একটী তুচ্ছ কারণে ভক্ত-প্রবর মিথ্যা এবং কুৎসার সহায়তায় গুরু-নির্য্যাতনের চেষ্টা পাইয়াছিল। পরমহংস ঙ.......মহারাজ চ.....নামক স্থানে একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শিষ্যের গৃহে না উঠিয়া ভক্তির বাঁধনে বদ্ধ হইয়া কেন এক দরিদ্র উকিল-গৃহে উঠিয়াছিলেন, ইহা নিয়া সেই সহরে যে একটা সর্ব্বব্যাপী বিষোদ্‌গারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, ইহা ত' বোধ হয় তোমরাও শুনিয়াছ। এই জাতীয় ঘটনা স্থানে স্থানে সুবিদিত। অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ববুদ্ধিশালী কোনও কোনও শিষ্য গুরুদেবকে নিজ সামাজিক মর্য্যাদা, লোক-সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির

চেষ্টার উপকরণ-রূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। সাংসারিক বুদ্ধিতে অপ্রবিষ্ট গুরুদেব প্রথমে প্রথমে না জানিয়া সেই ফাঁদে পা দেন। কিছুদিন পরে যখন তিনি নিজেকে কোনও শিষ্য-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি-রূপে ব্যবহৃত হইতে দিতে আপত্তি করেন, তখন একটা বিদ্বেষের হলাহল সৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গুরুভক্ত শিষ্য জন-সমাজে নিজ প্রতিপত্তি ও ভক্তরূপে মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুরুদেবকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। অন্য কোনও শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহার বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলে ইঁহারা মনে মনে বড়ই অস্বস্তি এবং বিরক্তি বোধ করেন। আমার যিনি প্রিয়, জগত জুড়িয়া সকল প্রাণীর তিনি প্রিয় হউন, আমার যিনি সেব্য, তিনি জগৎ জুড়িয়া সকল ব্যক্তির সেবা প্রাপ্ত হউন,—এই রূপ শুভবুদ্ধি ইঁহাদের নাই। ইঁহারা চাহেন, নিজের হস্তে গুরুদেবের সকল আয়ের পন্থাগুলিকে আনিয়া ফেলিতে এবং সেবা প্রদানের নামে গুরুদেবের উপরে চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া যাইতে। এ সকলকে ব্যক্তিত্ব-বোধের নিতান্ত কদর্য্য বিকার বলিয়া জানিবে। জগৎ জুড়িয়াই শিষ্যেরা গুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বোধের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হেতু ইঁহারা মনে মনে অবিরাম ইহাই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন যে, শিষ্যদেবের উপদেশ বা পরামর্শ মতই গুরু-বেচারীকে চলিতে হইবে, এক পা'ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এদিক্ সেদিক্ চলিবার তাঁহার অধিকার নাই। কোনও কারণে এই প্রত্যাশা ভগ্ন হইলে শিষ্যদের আহত অভিমান গুরু বেচারীর ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য ত্রুটীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি বৃহৎ করিয়া দেখা হয় এবং কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া গুরুমেধযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। ফলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ ছাড়া আর কোনও লভ্যাই আসে না।

শিষ্যের আত্ম-বিলোপ

"আমি যে শিষ্যদের গুরুদ্রোহকে সমর্থন করিতে কৃপণতা করিতেছি না, তাহা হইতেছে আমার নির্দ্দিষ্ট একটা স্বভাবের ফল। কিন্তু শতবার দ্রোহকে সমর্থন করিলেও একটীবার হইলেও আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবেই যে, গুরুতে আত্ম-বিলোপ শিষ্যের মহত্তম মঙ্গলের মূল। নিজেকে বড় করিয়া কুশল তত নহে, যত কুশল নিজেকে বলি দিয়া। আত্মবলি বা আত্ম-বিলোপ এদেশের সনাতন ধাত। আঠারো খানা পুরাণ গ্রন্থ, যাহা কাব্য-হিসাবে পৃথিবীতে অতুলনীয়, ভিন্ন ভিন্ন জনে রচনা করিলেন কিন্তু রচয়িতা-রূপে নিজেদের নামটী গোপন করিয়া গেলেন, এই আত্ম-বিলোপ একমাত্র এই দেশেই সম্ভব। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিত্ব-বাদ এদেশে আসিয়া সমাজের মর্ম্মস্থলকে পর্য্যন্ত স্থানচ্যুত করিয়া দিয়াছে, তাই, আজ শিষ্যের কুশলের জন্য তাহার অকারণ গুরুদ্রোহকেও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অভিনন্দন দিতেছি। তাই অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতেছি যে, শিষ্যের গুরু-দ্রোহ শিষ্য ও গুরু উভয়েরই কুশলের সেতু। এ সত্য আপেক্ষিক। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও যদি অধিকতর সত্য কথা শুনিতে চাহ, তবে বলিব,—শিষ্যের আত্ম-বিলোপ তদপেক্ষাও মঙ্গলাবহ।"

সেবা এবং সেবাভিমান

কুমিল্লা জেলান্তর্গত দৌলতগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সেবার ইচ্ছা যে জাগ্রত হইয়াছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণিব। দুনিয়ার লোক স্বার্থ লইয়াই থাকে, তাই তাহাদের আর সেবা করা হইয়া ওঠে না। স্বার্থত্যাগ না করিলে কেহ সেবক হইতে পারে না। আপন স্বার্থও বজায় রাখিব, সেবকও হইব, ইহা এক কঠিন কল্পনা। কিন্তু বাবা, সেবকের একটী সুমহৎ গুণ থাকা আবশ্যক। তাহা হইতেছে নিরভিমানত্ব। সেবা যদি নিরভিমান না হয়, তবে তাহা সেবা-পদবাচ্য হয় না। সেবক সহস্র সেবার পরেও কুণ্ঠিত থাকিবে। নিজের সেবার গৌরব জাহির করিবে না, ইহাই সেবকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুণ। অহংকারকে পিষিয়া মরিয়া না ফেলিতে পরিলে সেবা করা চলে না। তোমরা কে কাহার সেবক হইবার কামনা রাখ, নিজ নিজ অন্তর খুঁজিয়া বাহির কর। তাহার নির্দ্দেশ আমার কাছে

পাইবে না। জগতে একটী প্রাণীরও চিন্তা, বাক্য বা কার্য্যের স্বাধীনতা আমি অপহরণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাবা, মাতা, পিতা, গুরু, নেতা অপর যাহাকেই তোমার সেব্য বলিয়া জানিবে, সেবা দিও অকুণ্ঠিত প্রাণে এবং নিরভিমান চিত্তে। আত্মাভিমানীর সেবা মাতার, পিতার, গুরুর বা নেতার কাহারও মধ্য দিয়াই ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছে না। সেবক যদি হইতে চাহ, আত্মাভিমান পরিহার কর, সেবকাভিমান বর্জ্জন কর। সেবক হইবে মাটির মানুষ, বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, ঔদ্ধত্য-বর্জ্জিত, স্নেহ-কোমল ও মমতা-মণ্ডিত। এইজন্যই শ্রীরামের সেবক হনুমান শ্রীরামের চেয়েও আমাদের চক্ষে অধিকতর পূজার্হ হইয়া রহিয়াছেন। সেবকের আত্ম-সুখাভিলাষ থাকিবে না, সেবকের নিজ পরিতৃপ্তির স্পৃহা রহিবে না, সেবকের হৃদয়-মনে একমাত্র ইষ্টসুখকামনাই অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় হইয়া বিরাজ করিবে। কথাগুলি প্রণিধান কর এবং নিজের সেবা-প্রবৃত্তির প্রকৃতির সহিত এগুলি মিলাইয়া দেখ। তাহাতে তুমি সম্যক্ আত্মপরিচয় পাইবে। প্রকৃত ভক্ত, সাধক এবং সেবকে ভারত পূর্ণ হউক, ইহাই আমার কামনা। ইহা অপেক্ষা মহনীয়তর কোনও কামনা আমার অন্তরে নাই। অসেবকের সেবা দেশ-জননীর দুঃখ না কমাইয়া বাড়াইতেছে, প্রকৃত সেবকের অনুগত ও তন্ময় মনটির স্পর্শাভাবে উচ্চ আশায় গড়া শত শত প্রতিষ্ঠান গৌরবের হিমাচল না হইয়া স্পর্দ্ধার প্রস্তর-স্তূপেই মাত্র

পরিণত হইতেছে, মনোবনের মনোরম শ্যামল সুষমা দাবানলের হল্কা লাগিয়া আধপোড়া হইয়া যাইতেছে, আর তাহার মধ্যে সৎ-সঙ্কল্পের কাষ্ঠমূর্ত্তি-গুলি প্রেতসমূহের ন্যায় নিস্পন্দ তাণ্ডবে বিচরণ করিতে করিতে ছাই হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।"

ঢাকা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৪১

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

অখণ্ডগণের কর্ত্তব্য কি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত চম্পকনগর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি তোমাদিগকে আজ একথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া শুনাইতে চাহি যে,—তোমাদের কর্ত্তব্য, নিজ নিজ জীবনে ঈশ্বরোপাসনাকে সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎপর অন্য কর্ত্তব্যের দাবী পূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া,—তোমাদের কর্ত্তব্য, হরি ওঁ কীর্ত্তনে পল্লী-নগর, পথ-প্রান্তর আপ্লাবিত করিয়া নামের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দেওয়া,—তোমাদের কর্ত্তব্য, সমবেত উপাসনার সুষ্ঠুতম এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের দ্বারা মানবে মানবে প্রকৃত মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় করা।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঈশ্বরোপাসকই আমার প্রিয়

"তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রতিদিন নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা কর, তাহারা আমার অতীব প্রিয়। ভগবানকে যে ভালবাসে, আমার সমগ্র ভালবাসা তাহারই জন্য। ভগবানের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, নিরন্তর তাহার জন্য আমারও প্রাণ কাঁদে। লোক-দেখাবার জন্য তোমরা দীক্ষা নাও নাই, দীক্ষা নিয়াছিলে সাধন করিবার জন্য। আজ তোমরা প্রত্যেকে সাধনে একান্তভাবে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া তোমাদের দীক্ষা লাভের সেই মৌলিক উদ্দেশ্যকে সিদ্ধিমন্ত করিতে যত্নবান হও।

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের অর্থ

"হরি-ওঁ কীর্ত্তন সর্ব্বপাপহরণের কীর্ত্তন, সর্ব্বসত্যের আহরণের কীর্ত্তন। 'হরি' শব্দ 'ওঁ' শব্দের এস্থলে বিশেষণ, 'ওঁ' শব্দ এস্থলে বিশেষ্য। 'হরি-ওঁ মানে সর্ব্বপাপহারী-ওঁ। হরি শব্দের মানে হরণকারী এবং আহরন-কারী। ওঙ্কারেই সর্ব্বসত্য, সর্ব্বতত্ত্ব, সর্ব্বমন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বানুভূতি, সর্ব্বধ্বনি ও সর্ব্বরূপ বিরাজ করে। এই জন্যই 'ওঁ' শব্দের বিশেষণ হইয়াছে 'হরি' শব্দ। ওঙ্কারই যে সর্ব্বপাপের হরণকারী, ওঙ্কারই যে সর্ব্বতত্ত্বের আহরণকারী, ওঙ্কারই যে সর্ব্বসাধনের সমন্বয়, ওঙ্কারই যে দ্বিজ-চণ্ডালের ভেদবিনাশক মহাসাধন, তোমরা এই পবিত্র সত্যকে বারংবার বিঘোষিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া পল্লীর পথে, নগরের রথে, প্রাসাদে, কুটীরে, সূতিকাগৃহে ও শ্মশানে, বিবাহ-সভায় ও শ্রাদ্ধবাসরে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় 'হরি-ওঁ' কীর্ত্তনের প্রবল রোল সমুত্থিত কর।

সমবেত উপাসনায় সহযোগ ও সুফল

"এই জগতে সমবেত উপাসনার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়তর অপর কোনও অনুষ্ঠান নাই। যে-কেহ সমবেত উপাসনায় যোগদান করে, সে-ই-আমাকে নিবিড় প্রেমে বাঁধিয়া রাখে। আমি জন্মজন্মান্তর তাহার প্রেমে আবদ্ধ থাকি। কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে, এই সংবাদ পাইবার পরে তোমরা কেহই অলস হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিও না। যে যেভাবে পার, যোগ দিও। কাতারে কাতারে ভক্তিব্যাকুল নরনারী যাইয়া তাহার উপাসনা-মণ্ডপ পূর্ণ করিও। কণ্ঠে স্তোত্র-কীর্ত্তন গাহিয়া সহযোগ দিও। পুষ্প-বিল্বপত্র-তুলসী-শ্বেতচন্দন বহিয়া লইয়া যাইও, চিরাচরিত নৈবেদ্য খৈয়ের মোয়া এবং নারিকেলের নাড়ুর ভোগ সাজাইয়া দিও,—দরিদ্র হও, ধনী হও,—নিজের রুচি, প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যের অনুপাতে পরিপূর্ণ-সহযোগ দিও। ধনীর গৃহে ক্ষুদ্র উপচার লইয়া উপনীত হইতে কুণ্ঠিত হইও না, দরিদ্রের কুটীরে বিপুল পূজা-সম্ভার পৌঁছাইয়া দিয়া গর্ব্ব অনুভব

করিও না,—কেননা ইহা তোমারই তপস্যার দায়, ইহা তোমার পবিত্র কর্ত্তব্য। ইহার ভিতর হইতেই সঙ্ঘের শক্তি জাগিয়া উঠিবে, কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সার অবসান ঘটিবে, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্ট প্রভৃতির অসদ্ বৃত্তি লোপ পাইবে, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা ও কলহ-পরায়ণতা বিদূরিত হইবে, তোমাদের প্রত্যেকের চরিত্র ও আচরণ অনবদ্য সুন্দরতায় বিমণ্ডিত হইবে। ইহা হইতেই ধনি-দরিদ্রের ভেদ, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দূরত্ব, বিদ্বান্-মূর্খের পার্থক্য বিদূরিত হইয়া ভক্তমাত্রেরই এক প্রেমময় বিগ্রহের আদরের সন্তান বলিয়া তোমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে যে দুর্নিবার কলহ চালাইয়া চালাইয়া আজ ক্লান্তি এবং বিরক্তি অনুভব করিতেছ, তোমাদের সকলের শুদ্ধান্তঃকরণের সম্মিলিত উপাসনায় তাহা সমূলে চিরতরে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবী শান্তিতে, প্রেমে, আনন্দে এবং উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে।

"সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমাদের প্রত্যেকের জীবন প্রেমময় সুখময়, তৃপ্তিময় হউক। তোমাদের মনঃপ্রাণ অমৃতময় অখণ্ড-নামের সাধনে একান্তভাবে নিয়োজিত হইয়া মৃত্যুনাশকারী অমৃত আহরণে প্রযত্নবান্ হউক। অসৎ বিষয় লইয়া জটলাবৃদ্ধি বা দলসৃষ্টির নিন্দনীয় প্রয়াস তোমরা প্রত্যেকে পরিহার কর এবং যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে, যে বিষয় লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপক সহায়তা হইবে, এক মাত্র সেই সকল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়ের প্রতিই নিজেদের মনোযোগকে কেন্দ্রীকৃত কর। জগৎ-জোড়া কুবিষয়-সমূহকে উপেক্ষা করিয়া তোমাদের নিজ জীবনের প্রত্যেকটী অংশকে শুদ্ধ, পবিত্র ও সুন্দর করিবার দিকেই অখণ্ড মনোযোগ প্রদান কর। অন্তরের সকল অহঙ্কার-অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া তোমরা আজ একান্ত-ভাবে নামের শরণাপন্ন হও এবং নামের সেবার ভিতর দিয়া অবিমিশ্র প্রেম লাভ কর। শরণাগতিই সর্ব্বসুখের মূল, অহমিকা নহে।"

কয়েকজন প্রশ্নকর্ত্তা আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কুশল-প্রশ্নাদি হইল।

বিবাহ ও জীবনের পূর্ণতা-লাভ

অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবাহের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজীবনের পূর্ণতা-লাভ। অপরাপর উদ্দেশ্যও থাক্‌তে পারে কিন্তু এইটীই মুখ্য, অপরগুলি গৌণ এবং নিম্নশ্রেণীর।

প্রশ্নকর্ত্তা।—সকলেরই কি পূর্ণতা-লাভের জন্য বিবাহের প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, কারো কারো পক্ষে বিবাহ পূর্ণতালাভের সহায়, কারো কারো পক্ষে অন্তরায়, কারো কারো পক্ষে সহায়ও নয়, অন্তরায়ও নয়, নিরর্থক। মোট কথা, কারো পক্ষে আবশ্যক, কারো পক্ষে অনাবশ্যক, কারো

পক্ষে আবশ্যকও নয়, অনাবশ্যকও নয়। সাধনের বল থাক্‌লে, যাদের পক্ষে আবশ্যক, তারাও বিবাহ না ক'রেই পূর্ণতালাভ কত্তে পারেন, আবার যাদের পক্ষে অনাবশ্যক, তারা বিবাহিত হ'য়েও পূর্ণতালাভ কত্তে পারেন।

বিবাহ কাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়

প্রশ্নকর্ত্তা।—কার পক্ষে বিবাহ প্রয়োজন, আর কার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, সেকথা কি ক'রে বুঝা যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বোঝবার প্রকৃত উপায়টী হচ্ছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি। সে অন্তর্দৃষ্টি সাধনের শক্তিতে খোলে। অতএব সে অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য তোমাকে তপস্যা কত্তে হবে। নতুবা যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁর উপদেশ শুন্‌তে হবে। বিবাহে অনিচ্ছুক কত ব্যক্তি যে গুরুর আদেশে সংসারী হ'য়েছেন আর কত বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি যে গুরুর আদেশে চিরকৌমার ব্রত পালন ক'রেছেন, তার বোধ হয় সংখ্যা করা যায় না। এসব স্থলে যোগী গুরুরা নিজেদের অন্তর্ভেদী যোগ-দৃষ্টির বলে শিষ্যের কোন্‌টা প্রয়োজন আর কোন্‌টা নিষ্প্রয়োজন, তা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু চিরকুমার থাকবেন ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির আলোকে তিনি এই সঙ্কল্পের বৈধতা বা অবৈধতা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন না। শেষটায় তিনি

গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি বল্লেন, "বাবা, বিয়ে কর।" কিন্তু মহর্ষির কথা তাঁর মনের সাথে খাপ খেল না। গেলেন তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে। পরমহংসদেব রাগ ক'রে বল্লেন—"শালা, এখনো মাকে ঘরে নিয়ে এলি নে?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও তাঁর মনে ধর্‌ল না। তিনি দেশ-সেবাতে, সমাজ-সংস্কারে মহা উৎসাহের সহিত লেগে গেলেন। কিন্তু শেষটায় এমন এক অবস্থায় এসে তিনি পড়্‌লেন, যখন বিবাহ ব্যতীত কিছুতেই জীবনটাকে সৎপথে আর ধ'রে রাখতে পারেন না। ইনিই জীবনে অন্ততঃ পাঁচ সাতবার স্ত্রীলোকঘটিত এমন সব ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মাঝ থেকে জয়ী হ'য়ে এসেছেন, যার কাছ থেকে অক্ষত শরীরে, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ চরিত্রে ফিরে আসা সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারেই অভাবনীয়। তাঁরই এমন ভীষণ দুর্ব্বলতা এসে পড়্‌ল যে, শেষটায় যে মেয়েকে বিবাহের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত পেলেন, আর কিছু বিচার-বিবেচনা না ক'রে তাকেই বিবাহ কর্লেন,—মনে মনে ইনি ছিলেন বিধবা-বিবাহের প্রতি একটু ঘৃণাশীল, কিন্তু শেষটায় এক কিশোরী বিধবাকেই বিয়ে ক'রে তিনি ধর্ম্মপত্নী-রূপে গ্রহণ কর্লেন। এই দৃষ্টান্তটা থেকে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, মহর্ষি আর পরমহংসদেব অন্তর্দৃষ্টির বলে যা বুঝেছিলেন, ঠিকই বুঝেছিলেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরার্থ-সেবীর বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—যে ব্যক্তি নিজেকে পরার্থে বিকিয়ে দিতে চায়, তার কি বিবাহের আবশ্যকতা আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কোনও স্থলে আবশ্যক হ'তে পারে, কোথাও বা অনাবশ্যকও হ'তে পারে। পরকল্যাণে জীবন দিলেই যে বিবাহ কত্তে হবেই বা কুমার-কুমারী থাকতে হবেই, এমন কোনও চুক্তি নেই। জীবসেবার চুক্তি শুধু জীবসেবা, সর্ব্বতোভাবে সেবা, চাই বিয়ে ক'রেই কর, চাই বিয়ে না ক'রেই কর। জীবসেবার জন্য বিবাহের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা নেই, জীবসেবার পক্ষে আত্মোৎসর্গই আবশ্যক, আত্মদানের সর্ত্তই চরম সর্ত্ত। বিবাহ প্রয়োজনীয় বা নিষ্প্রয়োজনীয় নিজের পূর্ণতা সাধনের জন্য। পরার্থকারীর যদি নিজ পূর্ণতা সাধনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি তা' কর্ব্বেন বই কি! তবে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী পুরুষ যদি বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন, তাহ'লে তাঁকে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী সহধর্ম্মিণী খুঁজে বের কত্তে হবে। পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী নারী যদি বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তবে তাঁকে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী পতির জন্য অপেক্ষা কত্তে হবে। নইলে বিবাহের ফল অশুভ হবে।

প্রশ্নকর্ত্তা।—এরূপ মিলন যদি সম্ভব না হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা হ'লে কৌমার্য্য বিধেয়। পার্ব্বত্য

ত্রিপুরার কোনও এক বিখ্যাত কালীবাড়ীতে আমি একজন খ্যাতিমান্ ব্রহ্মচারীকে বিবাহ-সম্বন্ধে আলোচনা কত্তে শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিবাহ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত কি? তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছিলেন,—"উপযুক্ত পাত্রী পেলে এই মুহূর্ত্তে বিয়ে করি।"

কৌমার্য্য-সঙ্কল্পের পরীক্ষা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষ কুমার-কুমারীর উপরে অভিভাবকের পীড়ন হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হওয়াই স্বাভাবিক এবং হওয়া দরকারও। কারণ নির্য্যাতনেই আকাঙ্ক্ষার অকপটতা প্রমাণিত হয়। অত্যাচার সহ্য ক'রেও যিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন না, তিনিই প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষ।

পরমহংস-মা ও বাধ্যকর বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনি কি স্ত্রীলোকদেরও কৌমার্য্যে পক্ষপাতী?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অপক্ষপাতী হবার কারণ নেই। অনেক মেয়ে আছেন, জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য যাঁদের বিবাহের প্রয়োজন নেই। অনেক মেয়ে আছেন, যাঁদের জীবন কৌমার্য্যের সুযোগ পেলে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের জীবনের সম্মান ও সমকক্ষতা পেত।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি অনাবশ্যক বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিলেন,—কুমিল্লা জেলার বাঘাউড়া গ্রামে এমন এক মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি আমি দেখেছি, যাঁকে একবারটী দেখ্‌লে সারাজন্ম কাশীবাসের পুণ্য হ'য়ে যায়। তাঁকে আমরা পরমহংস-মা বলে ডাক্‌তাম। আট নয় বছর বয়সের সময়ে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পিত্রালয় হ'ল নাটঘর গ্রামে, যেখানে বিখ্যাত অর্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহ রয়েছেন। বাল্যাবধি পরমহংস-মা ঐ বিগ্রহটীকেই সমগ্র প্রাণ দিয়ে এমন ভালবেসেছিলেন যে, বিয়ের পর যখন তাঁকে শ্বশুরঘরে নিয়ে যাবার আয়োজন হ'চ্ছে, তখন তিনি শিবমন্দিরে গিয়ে বিগ্রহকে আঁক্‌ড়ে ধরে প'ড়ে রইলেন। অনেক জোর-জবরদস্তি ক'রে তাঁকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান হ'ল। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মাগো বাবাগো ব'লে তিনি এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লেন না কিন্তু "শিবধন, শিবধন" ব'লে অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। শুনেছি স্বামীর ঘরে বাস করা অবধি স্বামিবাক্য রক্ষার জন্য একদিন মাত্র আহার-বিষয়ে তিনি বঙ্গদেশীয় সধবার চিরসম্মত আচার পালন ক'রেছিলেন। অর্থাৎ মাছ খেয়েছিলেন। ছিলেন তিনি শাক্তের মেয়ে, কিন্তু নিষ্ঠা ছিল তাঁর বৈষ্ণবেরও উপরে। সকলের মাছের রান্না ক'রে দিয়ে পুনরায় স্নান ক'রে এসে কতকগুলি গোময়, তুলসী পাতা, বেলপাতা আর পূজার ফুল এই খেয়ে তিনি ক্ষুধার দাবী মিটাতেন। স্বামী যখন ক্রোধের উত্তেজনায় নিতান্ত ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন, তখন

তাঁর ক্রোধশান্তির জন্য আমিষ-স্পৃষ্ট ভাতই খেতেন। স্বামীটী নাক ডাকিয়ে ঘুমুতেন, আর পরমহংস-মা সারারাত্রি ইষ্টপূজা, ইষ্ট ধ্যান, জপ, স্তোত্র-পাঠ এই সব ক'রে কাটাতেন। শয্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল না এবং এর জন্য তিরস্কার ত' সামান্য কথা, কত নির্দ্দয় প্রহার যে তাঁকে সইতে হয়েছে, তা বলবার নয়। অশিক্ষিত, অসাত্ত্বিক স্বামী এমন স্ত্রীর মূল্য কি বুঝবে? কিন্তু পরমহংস-মা বড় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি শেষটায় স্বামীর একটু আধটু মন জুগিয়ে চলাই সঙ্গত মনে কর্ল্লেন। তাঁদের তিনটী ছেলেও হ'ল। এর পরেই তিনি বিধবা হ'লেন। যাই বিধবা হওয়া, অমনি তিনি অগৌণে তিন ছেলেকে তিন জায়গায় পোষ্য দিয়ে কাশীধামে গেলেন। কাশী গিয়ে সাধন-ভজন আর জীব সেবা তাঁর ব্রত হ'ল। সমস্ত রাত্রি জেগে তিনি নামজপ কত্তেন। ঘুম না আসে, এজন্য চোখে সর্ষপ তেল দিলেন। কিন্তু তাতেও যখন কুলুলো না, তখন থেকে লঙ্কা বাটা দিতে আরম্ভ কর্ল্লেন। এইভাবে শেষটায় তিনি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আমি তাঁকে সেই অন্ধ অবস্থাতেই দেখেছি। যেন জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ, যেন সরলতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি। কাশীতে কিছুদিন থাকার পরেই অনেক লোকজন তাঁর কাছে যাওয়া-আসা কত্তে লাগল, কেউ যথার্থ সাধু জেনে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তঃকরণ নিয়ে যেত, কেউ বা হুজুগে যেত। তিনি তখন মুখে, বুকে, হাতে, পায়ে গোময় ও কাদা মাখ্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন। একটী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মহিলা-ভক্ত জিজ্ঞাসা কর্লেন,—"ও কি মা, তুমি এমনধারা সাজলে কেন?" পরমহংস-মা বল্লেন,—"দেখো মা, কাশীতে লোক আসে পুণ্য কত্তে, দান-ধর্ম্ম কত্তে, ধ্যান-জপ কত্তে। আমার ত' মা তেমন সাধ্য নেই যে ওসব করি। কাশীনাথ সে শক্তি দেন নি। কিন্তু কাশীনাথ এই দেহটায় যে আশ্চর্য্য রূপ দিয়েছেন, তাতে মানুষ কোন্ ছার, মুনির মন টলে। নিজে ত' কাশীনাথের কোনও সেবাই কর্ত্তে পার্লাম না, শেষটায় কি আমার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর কৃপাকণাপ্রার্থীদের মনে কুভাব এসে তাদের তপস্যা পণ্ড হবে? তাই মা আমি কাদামাটি-গোময় দিয়ে রূপ লুকিয়ে রেখেছি।" এদিকে ছোট ছেলে বন্ধু-গোপাল পোষ্য পিতার বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে মায়ের কাছে হাজির। একদিন পরমহংস-মা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লেন। কিন্তু সেই যে কখন মা ঘর থেকে বেরিয়েছেন, আর ত' ফিরেন না! বন্ধু-গোপাল বড় ভাবনায় পড়্লেন। চার পাঁচবার তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দির ঘুরে এলেন, মাকে পেলেন না। ছেলে-মানুষ ত'! কাঁদ্তে কাঁদ্তে ঘরের পানে রওনা হ'লেন। পথিমধ্যে দেখেন, তাঁর মা রাস্তার পাশে ব'সে কুষ্ঠরোগীর ক্ষত ধুয়ে তা যত্নের সহিত বেঁধে দিচ্ছেন। ছেলে জিজ্ঞেস কর্লেন,—"ওকি মা, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাসনি?" মা বল্লেন,—"পথের মধ্যে এসব জীবন্ত বিশ্বেশ্বর দেখ্তে পেয়ে আর পাথরের বিশ্বেশ্বরে মন গেল না।" এই ব'লেই পরমহংস-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মা ভক্তি-গদ্‌গদ্ চিত্তে শিবস্তোত্র পাঠ কত্তে কত্তে গলদশ্রুনয়নে কুষ্ঠীকে প্রণাম কত্তে লাগ্লেন। দেখাদেখি ছেলেও কুষ্ঠীকে প্রণাম কত্তে সুরু কর্লেন। পথে ভিড় জমে গেল। শেষে পথিকরা পর্য্যন্ত কুষ্ঠীকে মহেশ্বর-বোধে প্রণাম কত্তে লাগল।—

এমন অদ্ভুত নারীর জীবনের পূর্ণতা-সাধনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পরমহংস-মা স্বামীর দ্বারা জীবনের কোনও পুণ্যে সহায়তা পান নি, বরং বিরুদ্ধতাই পেয়েছেন। তবে, বলা যেতে পারে যে, এই সব বিরুদ্ধতা তাঁকে বরং আরো শক্তই ক'রে তুলেছে, তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছে; যেমন শক্তিমান প্রজাবর্গের উপর অত্যাচারী রাজা উৎপীড়ন চালায়, তখন তাতে প্রজার শক্তি, সৎসাহস, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা, মৃত্যুপণ আরো বেড়েই চলে। কিন্তু পরমহংস-মায়ের চাইতে অল্পশক্তিশালিনী কারো উপর যদি এই রকম নির্য্যাতন হত, তবে সে কবে যে অতলে তলিয়ে যেত, তার ঠিক্ নেই। বাধ্যকর বিবাহের দ্বারা সমাজ এভাবে পুণ্যবতীদের জীবন-সাধনার প্রতিকূলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা সমাজের এক মহৎ দোষ। আমার মতে, একবার বিধবা হ'লে অক্ষতযোনি মেয়েরও পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া যেমন অপরাধ, মেয়ে মাত্রকেই বিয়ে দিতে যাওয়াও ততবড় অপরাধ। বিবাহের মত ব্যাপারে, কি বিধিতে কি নিষেধে, জবরদস্তি থাকা ভাল নয়।

গুরুভাই চিনিবার উপায়

বেলা এগারটার সময়ে রহমৎগঞ্জ হইতে দুইটি যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদ-বন্দনা করিতে আসিলেন।

যুবকদ্বয় পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত কিন্তু পথে-ঘাটে দেখা হইলেই নিজেদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ অন ভব করেন। ইহার কারণ ইঁহারা জানিতেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবাদিতে ইঁহারা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেন, কিন্তু কখনও মৌখিক আলাপ করেন নাই। অদ্য দুই জনেই ঠিক একই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ বন্দনা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞসা করিলেন যে, এই দুইজনের মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে কিনা।

যুবকদ্বয় বলিলেন যে, পরিচয় স্থাপন হয় নাই এবং আজ এইখানে হঠাৎ দুইজনে একই সঙ্গে আসিয়া না পৌছিলে হয়ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্তই জানাশুনা ঘটিত না যে, পরস্পর পরস্পরের গুরুভাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুতে যাদের একান্তই নিষ্ঠাযুক্ত অনুরাগ, তাঁদের কখনো গুরুভাই চিন্‌তে কষ্ট হয় না। একটা চুম্বকের সাথে যখন দুইটী লোহার আকর্ষণ হয়, তখন সেই লোহা দুইটীর মধ্যেও অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। এ দ্বারা চেনা যায় যে, কে কার গুরুভাই। এই জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক চেনা-জানার সুবিধা সৃষ্টির

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উদ্দেশ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট রকমের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের নির্দ্দেশ দেই নাই। যাঁরা আমাকে ভালবাস, তাঁরা বিনা বিজ্ঞাপনে পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌তে পার্‌বে। তোমাদের সেই চেনা জগতের কুশল, দেশের কুশল, সমাজের কুশল, এবং উভয়ের ব্যক্তিগত কুশল সৃষ্টি কর্‌বে।

সমসাধকদের মিলনের ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুভাইদের ভিতরে প্রাণের গভীর মিল এক সুখময় অবস্থা। এই অবস্থা এলে আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব দ্রুত সাধিত হয়। মিলনের প্রেমপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতরে যাঁরা সাধন চালায়, তাঁদের আধ্যাত্মিক দ্রুতগামিতা দিনের পর দিন বাড়্‌তে থাকে। সাধন-সমরে তাঁদের জয়িষ্ণুতা একপ্রকার সর্ব্বক্ষেত্রেই অবধারিত হ'য়ে যায়। একের প্রেম অপরকে যেন হাত ধ'রে পঙ্কাবর্ত্ত থেকে টেনে তুল্‌তে সাহায্য করে। এর ফলে মূষিকও অনেক সময়ে ঐরাবতের শক্তি লাভ করে এবং স্বল্প সাধনে মহতী সিদ্ধি আয়ত্ত করে।

গুরুনিন্দকগণের মিলনের ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমসাধকদের মিলনের এই সুফল কিন্তু বাছা ততক্ষণই স্থায়ী, যতক্ষণ সম্মিলিত প্রয়াসগুলির মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ফলাবার কুবুদ্ধি না আসে, যতক্ষণ

না কৌশলে অল্পতর বুদ্ধিমানদের সবাইকে নিজের হাতের অস্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধিমানেরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বাভিমানের পরিপুষ্টি সাধনে মনোযোগী হয়। অহং এল, আর সব শান্তি রসাতলে গেল। যে মিলন তোমাদের গুরু-নিষ্ঠা, ইষ্ট-নিষ্ঠা, মন্ত্র-নিষ্ঠা, সাধন-নিষ্ঠা এবং আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি-বর্দ্ধন-চেষ্টায় নিষ্ঠা নাশ ক'রে কৌশলী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র-পরায়ণতার প্রশ্রয় দেবে, সেই মিলনে সমসাধকেরা লাভবান্ না হ'য়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই মিলনে জগতের, দেশের বা নিজেদের কুশল না হ'য়ে বরং ঘোরতর অকুশল হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ যতদিন ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে কল্‌কাতায় এবং ঢাকায় শিষ্য কচ্ছিলেন, ততদিন তাঁর শিষ্যদের সকলের ভিতরে অতীব হিতকর মিলন-স্পৃহা লক্ষিত হ'ত। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যবহারে তিনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বের হ'য়ে গিয়ে কতকদিন এই ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে এবং কতকদিন কল্‌কাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস কচ্ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর একদল শিষ্যের ভিতরে একটা অবাঞ্ছনীয় ঢংয়ের মিলন-স্পৃহা লক্ষিত হ'ল। গুরুদেবের ধর্ম্মকে প্রচারের নাম ক'রে এসে সবাই মিলিত হয়, কিন্তু আলোচনা-কালে গোস্বামী মহারাজের বিরুদ্ধে যে যত বিষোদ্গার পারে, তাই করে। একজন বিষোদ্গার করে, দশজন তখন কাণ পেতে শোনে, কেউ প্রতিবাদ করে না, সবাই চুপ ক'রে ব'সে ব'সে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিদারুণ গুরু-নিন্দা হজম করে, কেউ কেউ বা মিথ্যা অভিযোগকে সত্য জ্ঞান ক'রে গোঁসাইজীর বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি এবং বিদ্বেষ অনুভব কত্তে থাকে। কোনো শিষ্য বলে,—আমিই না বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অমুক স্থানের লোকদের কাছে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলাম, নইলে তাঁকে চিন্‌ত কে? কোনো শিষ্য বলে,—তিনি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হ'য়েও নিজ স্ত্রী, কন্যা শাশুড়ী প্রভৃতি এতগুলি আত্মীয় নিয়ে একত্র বাস কচ্ছেন, এর দস্তুরমত প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কোনো শিষ্য বলে,—আমরা মাসে মাসে প্রণামীর কম টাকা পাঠাই না, অমুক বাবু ত' কিছু দিন পরে পরেই দুই তিন শ টাকা ক'রে এক্‌লা পাঠান, এসব টাকা কি ভাবে খরচ হয়, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। কোনো শিষ্য বলে,—টাকা পেলেই উনি সঙ্গে সঙ্গে খরচ ক'রে ফেলেন, কিছুই জমান না, শেষে যখন একটা অনুষ্ঠান এসে পড়ে, তখন আমরা টাকার জন্য হই গলদ্‌ঘর্ম্ম। কোনো কোনো শিষ্য বলে,—উনি আজকাল বৈষ্ণব-মতাবলম্বীদের প্রতি রীতিমত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কচ্ছেন, এটা নিতান্তই অন্যায়। কোনো শিষ্য বলে,—আজও তিনি ব্রাহ্মদের প্রতি অনুরাগ বর্জ্জন কত্তে পারেন নি,—এটা আমারা সহ্য কত্তে রাজি নই। কোনো শিষ্য বলে,—ইনি যে গলায় রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, তুলসী, বিল্ব প্রভৃতি সব রকমের মালা এনে তুলেছেন, এ দৃশ্যটা আমার অসহনীয়। অপর শিষ্য বলে,—তিনি আমাদের গুরু হয়েছেন

ত' সদাসর্ব্বদা উপদেশ দেবেন, কিন্তু তিনি যে আবার মাঝে মাঝে মৌনী হ'য়ে থাকেন, এতে তাঁর দস্তুরমত কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘট্ছে,—বলতে কি, এসব আমার কাছে ভণ্ডামির মত ঠেকে। এভাবে শিষ্যদের দ্বারা গুরুজীর উপরে দলবদ্ধ নির্য্যাতন কম হয় নি। কিন্তু এতে গুরুদেবের কোনও ক্ষতিই হয় নি, কতকগুলি অপাত্র শিষ্য একেবারে অতলের তলে তলিয়ে গেল। এদের ইহজীবনেও শান্তির আশা নেই, পরজীবনেও না।

অপাত্রে দীক্ষার কারণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুরুনিন্দক এবং কুকার্য্যে উৎসাহী এই সব লোকদের সদ্‌গুরুরা দীক্ষা দেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেন অন্তরের অহেতুকী করুণায়। তাঁদের হৃদয় যে কত কোমল, তাঁরা জগদ্বাসীর পরম দুঃখে কত দরদী, কত যে অন্তরভরা তাঁদের স্নেহ, তা কি তোমরা জগতের অপর কাউকে দেখে অনুমান কত্তে পারবে? শিষ্যই পরিণামে গুরুহত্যা কর্ব্বে, একথা জেনেও তাঁরা অপাত্রে কৃপা-বিতরণে কৃপণতা কত্তে পারেন না। তাঁদের স্বভাবই দয়ার, শিষ্যের অনন্ত ভবিষ্যৎ জেনেও তাকে দয়া কত্তে তাঁরা কুণ্ঠিত হ'তে অক্ষম হন।

সমগ্র দিবস ভরিয়া জিজ্ঞাসু জনতার স্রোত চলিতেছে। ঢাকা সহরের প্রান্ত ও প্রান্তান্তর হইতে অবিরাম জিজ্ঞাসু

নরনারীরা আসিতেছেন। এমন একটা অবস্থা হইয়াছে যে, যে-কোনও রাস্তায় যে কোনও পথিক কোনও ঘোড়ার গাড়ীর সহিসকে ডাকিলে অমনি সে আন্দাজী জিজ্ঞাসা করে যে, পথচারী কি স্বামীবাগে যতীনবাবুর বাড়ী যাইবেন?

দ্বিপ্রহরে একরূপ জোর করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল বিশ্রাম লইলেন। বিশ্রামান্তে পুনরায় জিজ্ঞাসুদের সমীপস্থ হইলেন।

গুরুভাইয়ের সহিত সম্পর্ক

গেণ্ডারিয়াস্থ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপাল আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা স্বামীজী, গুরুভাইয়ের সাথে গুরুভাইয়ের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত' বাবা যমুনা-মাঈয়ের মন্ত্রশিষ্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যার শিষ্য। তোমাকে আবার উপদেশ দিব কি? তোমার গুরুদেবীর শিষ্যদের মধ্যে এবং তাঁর নিজের গুরু-ভাইদের মধ্যে এমন হয়ত হাজার জন আছেন, যিনি বা যাঁরা গুরুদেবের তৃপ্ত্যর্থে হৃৎপিণ্ড তুলে দান ক'রে দিতে পারেন। এই সব মহাপ্রাণ গুরুভক্ত শিষ্যরাই প্রকৃত শিষ্য এবং এঁদের জীবনের আচরণ থেকেই শিক্ষা নিতে হয় যে, গুরুভাইয়ের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত। গুরুকে যে ভালবাসে, সে গুরুভাইকে ভাল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না বেসে পারে না। কিন্তু গুরুতে যার নাই ভালবাসা, গুরুভাইয়ের প্রতি তার ভালবাসার দাম কি? কেন সে গুরুভাইকে ভালবাসতে প্রণোদিত হবে? গুরুভাইয়ের সংসর্গে এলে গুরুদত্ত সাধনে রুচি বাড়ে, এজন্যই ত' গুরুভাইকে অত খাতির। একজন নিজেকে গুরুভাই বলে পরিচিত কচ্ছে কিন্তু তার সংসর্গে সাধনে রুচি আসে না, এমন গুরুভাইয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করেই চলা উচিত। যেহেতু আমরা গুরুভাই, অতএব অন্যায় ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করার আমাদের অধিকার,—এরূপ দাবীর কোনও অর্থই নেই। শিষ্যের ভিতরে গুরুই বিরাজিত, এই বোধ যেই গুরুভাইকে দেখে অন্তরে উদ্দীপ্ত হবে, সে-ই প্রকৃত গুরুভাই। গুরু একটা মহান্ ভাব, একটা রক্ত-মাংসের পুটুলি মাত্র নন। সেই মহান্ ভাব দীক্ষাযোগে শিষ্যে শিষ্যে পরিবেশিত হয়েছে। তাই, গুরুভাইকে দেখ্‌লে অন্তরে দিব্য ভাবের স্ফুরণ হয়। এটাই হ'ল আসল কথা। গুরুদত্ত মহাভাব যাতে বিপুল ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে শিষ্যের জীবনে, এইটাই হবে প্রকৃত শিষ্যের একমাত্র লক্ষ্য। আর, এই লক্ষ্যটী যার আছে, সে দয়া ক'রে যাকে নিজ সঙ্গ দেবে, তার জীবনে মহত্তম ভাবের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের একটা দারুণ আবেগ জেগে উঠ্‌বে। সুতরাং একের সংস্পর্শ দিয়ে অপরকে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনে প্রণোদিত ক'রে তোলার মধ্যেই গুরুভাইয়ের সাথে গুরুভাইয়ের মিলনের যথার্থ সার্থকতা। সুতরাং গুরুভাইয়ের

সঙ্গে গুরুভাইয়ের সম্পর্ক হচ্ছে দানের, স্বার্থের নয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা গুরুভাইদের সঙ্গ করে, তারা নিজেদেরও সর্ব্বনাশ করে, গুরুভাইয়েরও সর্ব্বনাশ করে। গুরুদেব দিয়েছেন আদর্শ, গুরুদেব দিয়েছেন অভ্রান্ত পন্থা, সেই আদর্শের নির্ভুল অনুসরণে এবং সেই পথে সহস্র সহস্র অজ্ঞান নরনারীকে চল্‌বার সুযোগ ক'রে দিয়ে তাদের মৃতস্মন্য জীবন-যাত্রায় নবজীবন-রসের আস্বাদন এনে দেওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা কত্তে হবে, এইটাই এক গুরুভাইয়ের সম্পর্কে অপর গুরুভাইয়ের দায়িত্ব।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—এক গুরুভাই যদি বিপন্ন হয়, অভাবগ্রস্ত হয়, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, মাতাল হয়, লম্পট হয়, তবে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার সঙ্গত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর যে-কোনও মানুষ বিপন্ন হ'লে যা তুমি কর্ব্বে, গুরুভাইয়ের জন্যও তা' কর্ব্বে। কর্ত্তব্য সামনে এলে ভয়ে পালিয়ে যাবে না। তবে, অন্য লোককে সহায়তা ক'রে তার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করবে না, এমন কি একটু প্রশংসা বা যশও না। কিন্তু গুরুভাইয়ের কাছে একটী প্রত্যাশা রেখো। সেটি হচ্ছে এই যে, সে নিজে অভাবমুক্ত হ'লে যেন অন্য দশ জনের অভাব দূর করার ব্যাপারে কার্য্যকর সহায়তা করে। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সমান, গুরুভাই ব'লে কেউ একটু বেশী প্রাধান্য পাবে, এটা তোমার আদর্শ নয়। কিন্তু উপকার ক'রে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অন্যের নিকটে কিছু প্রত্যাশার অধিকার তোমার নাই কিন্তু গুরুভাইয়ের নিকটে আছে। কারণ, তোমার নিকটে আর তোমার গুরুভাইয়ের নিকটে দীক্ষাযোগে একই আদর্শ পরিবেশিত হয়েছে। গুরুভাই পাপ কর্ব্বে আর তাতে তুমি দিব্যি তৃপ্তিসহকারে সহযোগ দেবে, গুরুভাই সম্পর্ক এই জাতির নয়। গুরুভাইকে পাপের পঙ্কিল থেকে টেনে তোমাকে তুলতে হবে, তাকে কদভ্যাস, কুসঙ্গ, কুক্রিয়া, কুখ্যাতিকর অধ্যবসায় ও কদর্য্য অভিলাষ থেকে মুক্ত ক'রে আনার জন্য তোমাকে সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার সদুপায় অবলম্বন কত্তে হবে। এতে আলস্য থাক্‌লে আর গুরুভাই ব'লে পরিচয় দিতে পার না। গুরুভাইয়ের কাছ থেকে জাগতিক স্বার্থ আদায়ের পথ তোমাকে ছাড়তে হবে। একজন গুরুভাই ধনী ব'লেই তোমাকে টাকা ধার দিতে বাধ্য নন, একজন গুরুভাইয়ের বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে দুই কাঠা জমি ফালতু আছে ব'লেই তিনি তোমাকে ঐ জমি দান কত্তে বাধ্য নন, একটী গুরুভগিনীর গায়ে অলঙ্কার আছে ব'লেই তোমার দোকানের দেনা শোধ করার জন্য তিনি তাঁর অলঙ্কার বাঁধা দিতে বাধ্য নন, একজন গুরুভাই কোনো অফিসে বড় চাকুরী করেন ব'লেই তোমার অযোগ্য ছেলেটীকে একটা চাকুরী দিয়ে দিতে বাধ্য নন। মোটকথা, স্বার্থ আদায়ের জন্য কেউ কখনো কোনো গুরুভাইয়ের কাছে যেও না। পরার্থে আত্মদানের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গে পাবে, তাঁরাই প্রকৃত গুরুভাই এবং তুমিও তাঁদের প্রকৃত গুরুভাই। গুরভাইবোনের সম্পর্ককে কদাচ সংসারী স্বার্থের নীচতায় ডুবিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে কেউ হত্যা করো না।

ভগবানকে কি দেখা যায়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইলেন। বাজে লোক সঙ্গে আসিতে দিলেন না। মাত্র জন তিনেক যুবক সঙ্গ লইল।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানকে কি দেখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয় যায়। এই আমি তোমাকে যেমন দেখ্‌ছি, ঠিক্ তেমনি পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ভগবান্ দেখিতে কিরূপ

প্রশ্ন।—ভগবান্ দেখ্‌তে কিরূপ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের ত' নির্দ্দিষ্ট কোনোও রূপ নেই! তিনি অনন্ত রূপ, তিনি অপরূপ। তাই, এক এক জন তাঁকে এক এক রকম দেখে। তিনি বিশ্বরূপ, অর্থাৎ বিশ্ব হয়েছে অনুরূপ যাঁর। মূল রূপটী হচ্ছে তাঁর, আর বিশ্বের কোটি কোটি সৃষ্টি বৈচিত্র্য সব হচ্ছে তাঁর 'অনু'—রূপ,

পশ্চাতের রূপ, রূপের বিভামাত্র, রূপের আভাস মাত্র, রূপের কণা মাত্র, রূপের কল্পনা মাত্র, রূপের ছায়া মাত্র, রূপের অংশাণুর অংশ মাত্র। বিশ্বকে দেখে, বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মাঝে তাঁর রূপের আভা মাত্র দেখে ভাবুক, প্রেমিক, কবি প্রথমে তাঁর রূপ সম্পর্কে একটা অনুমান ক'রে নিয়েছেন এবং সেই অনুমানকেই নিরপেক্ষ প্রমাণের আসনে বসিয়ে অবিরাম সাধন ক'রে ক'রে তাঁর অত্যাশ্চর্য্য আসল রূপটী দর্শন করেছেন। সেই দর্শনটী এতই আশ্চর্য্য,—আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং—যে, পরমাত্ম-ধ্যান থেকে ব্যুত্থান লাভ ক'রে সংজ্ঞায়-নিম্নভূমিতে নেমে এসে কেউ তার সঠিক বর্ণনা কত্তে পারেন না। মানুষের ভাষা এতই অসম্পূর্ণ যে, বর্ণনার যাঁর ক্ষমতা আছে, তিনিও ভাষার অভাবে চুপ মেরে যান্। এই জন্যই এক এক জনের অনুভূতি এক এক ভাবে জগতে প্রচারিত হয়। তারই জন্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াই লাগে যে, আমরাই একমাত্র সত্যের ধ্বজাধারী, অপরেরা লোক-প্রতারক ও আত্ম-প্রবঞ্চক, ইত্যাদি।

কবি কাহাকে বলে

প্রশ্ন।—আপনি ত' এইমাত্র বল্লেন যে, ভাবুক, প্রেমিক ও কবিরা সাধন ক'রে ভগবানকে দর্শন করেন। ভাবুক এবং প্রেমিকেরা তা' কত্তে পারেন, কিন্তু কবিদের পক্ষে কি একথা সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ওহো, তুমি বুঝতে পার নি। আমি ধ্যানের ভাষায় কথা বলছিলাম, সাহিত্যের ভাষায় নয়। প্রাচীন ভারতের ভাষায় কবি বল্‌তে বুঝাত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে, যিনি তত্ত্বকে জেনে আবার অপরের কাছে তা' পরিবেশন করেছেন। ছন্দ-মিলিয়ে কবিতা লিখ্‌তে পারলেই কেউ কবি হবে না, সুখ-দুঃখ, সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভ, ত্রিগুণাধীন ও ত্রিগুণাতীত, ত্রিকালাধীন ও ত্রিকালাতীত সব-কিছুর ভিতরে যিনি একমাত্র পরম-সুন্দরকে উদ্‌ঘাটিত করেন, দর্শন করেন, সকলকে ডেকে এনে দর্শন করাতে চেষ্টা করেন, তিনিই কবি। এই দৃষ্টিতে তোমার সাহিত্য-জগতের অনেক মহারথি-পদবাচ্য কাব্য-রচয়িতারাই কবি নন।

ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়

প্রশ্ন।—ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেখার পথ অনন্ত। হাজার হাজার পথ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তার যে কোনো পথে চল্‌লে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবে। তবে যে পথটী একবার ধরবে, সেই পথটীতেই আমৃত্যু একাগ্র নিষ্ঠায় লেগে থাকা চাই। যা' একবার ধরেছ, তা' আর জীবনে ছাড়্‌বে না, এই জেদ নিয়ে পথ চলা চাই। তবে দর্শক ব্যাপারটা কি রকম জানো? গীতার সেই কথাটাই পুনরায়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বল্‌তে হচ্ছে,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং"। ভগবান্‌কে দেখে দর্শন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হ'য়ে যায়,—এই হ'ল প্রথম ব্যাখ্যা। তাঁকে দেখে এক অতি বিস্ময়-জনক বস্তু দর্শন হ'ল ব'লে দর্শক অনুভব করেন,—এই হ'ল দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। তাঁকে দেখ্‌তে থাকা একটা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এই হ'ল তৃতীয় ব্যাখ্যা। তাঁকে দর্শন করার কৌশলটা অতীব আশ্চর্য্য,—এই হ'ল চতুর্থ ব্যাখ্যা। দেখ্‌বার কালে কেমন ক'রে যে দেখা হ'য়ে গেল, এই ব্যাপারটা এতই আশ্চর্য্য যে, কেউ আর সেই বিষয়ে কোনও বিবরণই প্রদান করেন নি। প্রদান যে করেন নি, সে কি ইচ্ছা ক'রে? তা নয়। সেই বিবরণ প্রদানের কারো ক্ষমতাই হয় নি। হ'লে কি আর বলা চলে,—"আশ্চর্য্যবৎ"?

তোমায় আমি কেমন ক'রে
দেখেছি হরি
মুখের ভাষায় কেমন ক'রে
প্রকাশ করি?
কেড়ে নিয়ে সকল ভাষা
হৃদয় শতদলে আসা,
লুকু-চুরির নাই তুলনা,
আ-মরি-মরি।
কেমন ক'রে এলে, আর
কখন এলে,

চিত্ত-জোড়া জমাট-বাঁধা
আঁধার ঠেলে,
দেখেছিনু সবই সঠিক্,
কিন্তু এখন নাই কিছু ঠিক্,
দেখেও দেখা হ'ল না, সব
গেছি পাসরি'।

ভগবদ্দর্শন কি সম্ভব

প্রশ্ন।—মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। তার পক্ষে কি ভগবদ্দর্শন সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন সম্ভব হবে না? ঐ দেখ অনন্ত আকাশ দিগ্-বিদিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। বিশাল বিশাল মেঘখণ্ড কত বৈচিত্র্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই সন্ধ্যা-সমাগমে কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোক ওতে পরিদৃশ্যমান হবে। কোনো নক্ষত্রের হয়ত দশ, বিশ, পঁচিশ, লক্ষ বা কোটি মাইল পরিমিত ব্যাস। এত বিরাট এত বিশাল কোটি কোটি নক্ষত্র ঐ আকাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে, তবু আকাশে স্থানের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু তোমার পকেট আয়না খানা বে'র কর, আকাশের দিকে তাকে ফিরাও, দেখ্‌বে, তোমার দর্পণ যদি হয় অমলিন, তবে তাতে বিশাল নভোমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠ্‌বে। ভগবানই তোমার ক্ষুদ্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁরই শক্তির প্রতিচ্ছায়ায় তোমাকে শক্তি দিয়েছেন। সাধন ক'রে তোমার ক্ষুদ্রতর শক্তি যাতে বৃহত্তর হ'তে পারে এবং পরিশেষে তাঁর অসীম অনন্ত অফুরন্ত শক্তির সাথে একত্ব লাভ কত্তে পারে, এই ব্যবস্থা তিনিই ক'রে রেখেছেন। সুতরাং কেন তোমার পক্ষে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হবে না?

ভগবদ্দর্শন-কালীন অনুভূতি

প্রশ্ন।—ভগবদ্দর্শনের সময়ে সাধকের অনুভূতিটী কি? তাঁর সঙ্গে নিজের একত্ববোধ, না পৃথকত্ববোধ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই অনুভূতিটী অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু বচনের ভাষায় যখন এই অনুভূতিটীকে অনুবাদ কত্তে হয়, তখন কেউ বলেন একত্ব-বোধ, কেউ বলেন পৃথকত্ব-বোধ। কিন্তু আসল কথাটী হচ্ছে, আপনত্ব-বোধ। এমন নিবিড় আপন, যেই আপন-বোধের তুলনা নেই। এমন গভীর আপন, যেই আপন-বোধের সীমানা নেই। বচনের ভাবাতে এনে অনুবাদের ভঙ্গীর পার্থক্যানুসারে সেই চূড়ান্ত আপনত্ব-বোধকে কেউ বলেন,—"দাসোঽহং", কেউ বলেন,—"তুমি প্রিয়তম", কেউ বলেন,—"তোমাতে আমাতে ভেদ কৈ?" কিন্তু প্রকৃত অনুভূতিটী হচ্ছে এতজ্জাতীয় নানা-তারতম্য-যুক্ত সকল প্রকারের আপনত্ববোধের এক অত্যাশ্চর্য্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সংমিশ্রণ। অর্থাৎ সেই অনুভূতির ভিতরে কোনও ভাবের, কোনও রসের, কোনও মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র অভাব নেই, সর্ব্বভাবময়ী সর্ব্বরসময়ী সর্ব্বমাধুর্য্যময়ী সেই অনুভূতি।

ভগবদ্দর্শন

প্রশ্ন।—আপনি কি ভগবদ্দর্শন করেছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ প্রশ্ন আমাকে আরও অনেকে করেছে। কিন্তু বাবা, করেছি বল্লেও ভুল হয়, করিনি বল্লেও ভুল হয়। "আপনি কি রসগোল্লা খেয়েছেন",—এই প্রশ্ন যদি কর, তবে জবাবে বল্‌তে পারি,—"হাঁ"। কেন না, রসগোল্লাটা মুখে দিয়ে চর্ব্বণ ক'রে উদরস্থ করার পরে ঐ সম্পর্কে স্মৃতি ছাড়া আর কোনও অনুভূতির বালাই নেই। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের শেষ নেই। এ দর্শন অনন্ত, অফুরন্ত, নিত্যকালস্থায়ী। আর এক কারণেও বলতে পারি না যে দেখেছি। কেন না, দেখ্‌লে ত' বাবা মুখের ভাষা থেমে যেত।

তোরে যে চিনেছে মাগো
সে কি মুখে কথা কয়?
নীরবে চরণ-তলে
দেহ-মন করে লয়।
ভোলে জগতের ভাষা,

ভোলে নাম-যশ-আশা,
তোর স্নেহ ভালবাসা
রহে তার প্রাণময়।
শতমুখ কলরব
তার থেমে যায় সব,
করে না জ্ঞান-গরব,
চাহে না মান-বিভব,
জীবন আহুতি দিয়া
গোপনে সজাগ রয়।
জানে না সে তোরে ছাড়া
কাঁদে হাসে তোরি তরে,
প্রেমের প্রতিমা তোর
শত বার বুকে ধরে,
তোর লাগি' মরে বাঁচে
ভুলি' শোক-দুখ-ভয়।

কথা যখন বল্ছি, তখন তাঁকে দেখেছি, একথা বল্ব বাছা কেমন ক'রে? কিন্তু ঐ দেখ, একখানা সাইকেল চ'ড়ে একটী লোক যাচ্ছে না? ঐ সাইকেলে, ঐ সাইকেলের গতিতে, ঐ আরোহীতে, ঐ আরোহীর গমন-চেষ্টায়, ঐ সাইকেলের জড়-পরমাণুসমূহের ভিতরে, ঐ আরোহীর চৈতন্যময়ী শক্তি ও তার খেলায় আমি ভগবানকেই প্রত্যক্ষ কচ্ছি। সুতরাং কেমনে বলি যে, তাঁকে আমি দেখিনি?

ভগবানের সহিত জীবের সম্পর্ক কি

প্রশ্ন।—আচ্ছা, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্পর্ক হচ্ছে আপনত্বের। তিনি তোমার আপন, তুমি তাঁর আপন। এই আপনত্ব এক এক সাধকের ভিতর দিয়ে এক এক ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। এই জন্যই শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর রস ব'লে আপনত্বের পাঁচটা পৃথক্ পৃথক্ স্তর বিভাগ ক'রে এ আপনত্বকে বুঝবার চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু এসব ভাবের কোনোটাই নিজের ভিতরে নিজে সীমাবদ্ধ নয়। একটা ভাবের ভিতরেই সকল ভাব আছে এবং ভাবের চরম আস্বাদনের সময়ে সে বিষয়টী প্রত্যক্ষ হয়।

ভগবানে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ

ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, ভগবান যদি আমাদের এতই আপনার হবেন, তবে আর তাঁর উপাসনার প্রয়োজন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপাসনার প্রয়োজন নিহিত রয়েছে তোমার স্বভাবে। তিনি তোমার আপন ব'লেই তুমি তাঁকে ভজনা না ক'রে পার না। তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারটাই তোমার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতীক্ষা না ক'রে তোমাকে ভগবদুপাসনায় রত করবে। শিক্ষা, সংস্কার, প্রতিবেশ-প্রভাব তোমার যাই হোক্ না কেন, তোমার স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসা এক সময়ে না এক সময়ে তোমাকে ঈশ্বর-ভজনে বাধ্য করবে।

ভগবদুপাসনা সংস্কারের নাগপাশচ্ছেদক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, এই স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসাকে যে ব্যক্তি অন্তরের সংস্কার সমূহের আবিলতার দরুণ অনুভব কত্তে না পারে, তার পক্ষে সেই ভালবাসাকে সংস্কারের আবর্জ্জনা-স্তূপের নীচ থেকে টেনে এনে প্রত্যক্ষ করার জন্যও ভগবদুপাসনার প্রয়োজন আছে। ভগবদুপাসনা সকল প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সংস্কারের নাগপাশ ছেদন ক'রে চিত্ত, মন ও হৃদয়কে সাবলীল স্বাধীনতা প্রদান করে।

প্রার্থনা ও নামজপ

প্রশ্ন।—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ভাল, না নাম-জপ করা ভাল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রার্থনা-কালে তুমি হচ্ছ কর্ত্তা এবং প্রার্থনা-পূরক শ্রীভগবান হচ্ছেন তোমার ইচ্ছার পূরণকারী দাস। কিছুকাল প্রার্থনা কর্‌লে একথা ক্রমশঃ তোমার বোধগম্য

হবে। যেখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কটী এই, সেখানে প্রকৃত সম্পর্কের যে অবমাননা হ'ল, একথা সহজবোধ্য। কিন্তু নিম্ন স্তরের সাধক বিপদে প'ড়ে ভগবানের কাছে বিপৎ-ত্রাণ চাইবে না ত' কার কাছে চাইবে? ঠেকায় পড়্‌লে যেই ব্যক্তি গ্রাম্য চৌকিদার বা জমিদারের গোমস্তার অনুগ্রহ ভিক্ষা কত্তে কুণ্ঠিত হয় না, সেই ব্যক্তি ঠেকায় পড়লে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সাহায্য কেন চাইবে না? চাইলে কোনো দোষ নেই, তবে প্রার্থনার এই স্তরটী খুবই নিম্ন। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ প্রার্থনা ছেড়ে জগতের কুশল এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রার্থনা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ স্তর। "আমার চরিত্র নির্ম্মল কর, আমার আত্ম-সুখ-কামনা কমাও, আমার মনকে পরমার্থমুখ কর, আমাকে তোমার সেবক কর, তোমার সাধনায় আমাকে রুচি দাও",—এসব প্রার্থনা সাত্ত্বিক। এসব প্রার্থনা-কালে নিজেকে আদেশ-দাতা প্রভু এবং ভগবান্‌কে আদেশ-পালক ভৃত্য ব'লে মনে হয় না। মনে হয়,—'তিনি সর্ব্বশক্তিমান, বাঞ্ছাকল্পতরু, পরমপ্রভু, আমি কৃপা-ভিখারী হ'য়ে তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি এক-কণা ভক্তি-ধনের লোভে; তিনি দয়াল, তিনি নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূরণ ক'রে আমার জন্মজন্মান্তরের কাতরতা বিদূরণ কর্ব্বেন।" কিন্তু নাম-জপের মধ্যে সাত্ত্বিক বা অসাত্ত্বিক কোনও প্রকার প্রার্থনারই সংশ্রব-মাত্র নেই। নাম-জপ হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বারংবার তাঁকে স্মরণ। তাঁকে স্মরণ কত্তে কত্তে যদি বিপৎ-ত্রাণ ঘটে, ভাল কথা, যদি ভক্তি-প্রেম বর্দ্ধিত হয়, ভাল কথা। জাপকের আদর্শ মনোভাবটী হচ্ছে এই। অবশ্য, নামের বলে বিপৎ-ত্রাণ ত' অবশ্যম্ভাবী, নীচতা, হীনতা, কদর্য্যাভিলাষ, স্বার্থপরতা, বহির্ম্মুখতা, দুর্ব্বলতা, পাপাসক্তি, অন্যায্য রুচি প্রভৃতি দূর হ'য়ে গিয়ে আপনা আপনি প্রেম-ভক্তির উদয়ও নামজপের ফলে অনিবার্য্য। সুতরাং যদি পরিপূর্ণ নির্ভরের ভাব নিয়ে অবিরাম নাম জপ ক'রে যেতে পার, তবে সেইটী নিশ্চিতই প্রার্থনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জপকালীন নির্ভর

প্রশ্ন।—জপকালে যাতে নির্ভরের ভাবটা খুব বর্দ্ধিত হ'তে পারে তার সদুপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুক্ষণ মনে মনে আলোচনা কর্ব্বে যে, ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বজীবের সর্ব্বকুশল অনায়াসে সম্পাদন কত্তে পারেন এবং ক'রে যাচ্ছেন। তোমার অন্তরের সব কথা তিনি জানেন এবং ভিতরের বা বাইরের সব অভাব ও অসম্পূর্ণতা তিনি পূরণ ক'রে দিতে পারেন এবং দেবেন। যে ছেলে মায়ের কাছে ক্ষুধার কথা মুখ ফুটে বলে না, তার খাবারটী মা যেমন নিজের গরজেই ঠিক্ সময় মত এনে হাজির করেন, ভগবানও ঠিক তেমনি। "যোগক্ষেমং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বহাম্যহম্"। তবে, জাগতিক মাতার সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য এই যে, তিনি ভবিষ্যৎও জানেন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জুড়ে যাতে কুশল হবে, সেই ভাবে তোমাকে কুশল বিতরণ করেন। বিচার-প্রণালীকে এই ভাবে অবিরাম পরিচালিত ক'রে ক'রে নির্ভরের ভাবকে আয়ত্ত কত্তে চেষ্টা কর্‌বে। তাঁতে নির্ভর ছেড়ে একশতবার নাম জপ কর্লে যা হয়, তাঁতে নির্ভর নিয়ে একটীবার নাম জপ কর্লে তার চেয়ে বেশী লাভ হয়।

প্রশ্ন।—এতেও যদি নির্ভর না আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাহ'লেও ঘাব্‌ড়াবার দরকার নেই। অবিরাম নাম ক'রে যাও। নাম কত্তে কত্তেই অনির্ভর দূরে যাবে, নাম কত্তে কত্তেই নির্ভরের উদয় হবে।

ভগবৎ-সাধন ও গুরু

প্রশ্ন।—ভগবৎ-সাধনে গুরুর প্রয়োজন আছে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আচ্ছা বাবা, যে মানুষটী সর্ব্বপ্রথম এই জগতে এলেন, তাঁর কে ছিলেন গুরু? আবার, আমি যে ক-খ-গ-ঘ শিখেছি, এ' কি গুরুর সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়েছে? যিনি নিজের ভিতরেই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার পেয়েছেন, তাঁর গুরুর প্রয়োজন হয় না। যিনি তা' পান নি, তাঁর প্রয়োজন হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে জগতের সকল জীবকে নিয়ে ফেলতে পারা যায় না।

গুরু চেনা

প্রশ্ন।—যাঁদের গুরুর প্রয়োজন, তাঁরা গুরু চিন্‌বেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরু চেনা বড়ই কঠিন। গুরু যদি দয়া ক'রে চেনা দেন, তবেই চেনা যায়। অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি দশ বিশ বছর গুরু-সঙ্গ ক'রেও গুরু চিন্‌তে পারে না, গুরুর অহেতুকী করুণার কণামাত্র উপলব্ধি না ক'রে অকারণে গুরুদ্রোহী হয়। ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির প্রখরতা না কম্‌তে কারো পক্ষে গুরু চেনা কঠিন। কঠিন কেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব। আত্মসমর্পণের বৃত্তি জাগ্‌লেই গুরু চেনা যায়।

সাকার উপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ

প্রশ্ন।—একজনের কাছে শুনেছিলাম যে, আপনি গুরুবাদে অবিশ্বাসী এবং গুরুবাদের বিরোধী। কিন্তু আপনার কথা শুনে ত' ঠিক্ তা' মনে হ'ল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের মাটিতে তিনটী জিনিষ বড় শক্ত শিকড় গেড়েছে। সাকার উপাসনা, গুরুবাদ আর জাতিভেদ। শুধু দেশের লোকের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়েই এগুলি এত দৃঢ়মূল হয়েছে, তা' মনে করা অনুচিত। এদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমর্থনেরও কতকগুলি দিক্ আছে, যা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে, সবদেশেই কতকগুলি ব্যাপার নিয়ে মানুষ বড় বাড়াবাড়ি করে। এদেশের লোকে প্রতীকোপাসনা, গুরুবাদ এবং জাতিভেদ নিয়ে তা' করেছেন। আমার প্রতিবাদ সেইখানে। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যে মতে বা পথে চ'লে শান্তি বোধ করেন, তার প্রতি আমার বিদ্বেষ বা তার সম্পর্কে আমার বিরোধ নেই। কিন্তু যুগের গতি বুঝে সকল মত বা পথেরই ভিতরে আতিশয্যের প্রশমন অত্যাবশ্যক হয়। *

সর্ব্বাবস্থায় যোগ-সাধন

প্রশ্ন।—শুয়ে ব'সে সব অবস্থায় কি যোগ-সাধন চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চলে, কিন্তু সকল যোগ চলে না। শুয়ে শুয়ে ত' শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ চলে, কিন্তু ধ্যান চলে না। ধ্যান কত্তে হ'লেই মেরুদণ্ড সরল এবং অনিষ্পেষিত অবস্থায় থাকা চাই। এজন্যই ধ্যানকালে অভ্যাসের জন্য

---

* ইহার পরে সাকারোপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ নিয়া বহু উপদেশ হইল। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে তাহার বিস্তারশঃ বিবরণ কিছু না পাওয়া যাওয়াতে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পরিবর্জ্জিত হইল। পাণ্ডুলিপি-রক্ষক ঢাকা মিটফোর্ড স্কুলের অনৈক কম্পাউণ্ডারী ক্লাসের ছাত্র।

পদ্মাসন, গোমুখাসন, উত্তান গোমুখাসন প্রভৃতি বহু আসন ব্যবস্থাপিত হয়েছে।

যোগ ও যোগাঙ্গ

প্রশ্ন।—আসন-মুদ্রা প্রভৃতিকেও কি যোগ বলা চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, এগুলি যোগাঙ্গ। যোগকে যা পরিপোষণ করে তার নাম হচ্ছে যোগাঙ্গ। যে ব্যক্তি যোগ-সাধনের জন্য আহার করে, তার আহার কার্য্যটীও যোগাঙ্গ। যে ব্যক্তি যোগ-সাধনের জন্য শরীরকে সুপটু রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে পরিমিত নিদ্রা গ্রহণ করে, তার নিদ্রারূপ কার্য্যটীও যোগাঙ্গ। কিন্তু যে কার্য্যে জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধকে অনুভব করার সাহায্য হয়, সেই কার্য্য করাকেই বলে যোগ-সাধনা। যোগযুক্ত হ'য়ে তুমি তাঁর দাস হ'য়ে থাক্‌বে কিম্বা তাঁর সখা হ'য়ে কৃতার্থ হবে কিম্বা তাঁকে দয়িত জেনে জন্ম-জীবন সার্থক কর্ব্বে অথবা অবিচ্ছেদ মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ ঐক্য-সংস্থাপন ক'রে দ্বিত্বের বোধ ও আস্বাদন চিরতরে ঘুচিয়ে দেবে, উপায়ের এই নানা বিভিন্নতাতে কিছু আসে যায় না। যে কার্য্য সাধনের দ্বারা কোনও না কোনও প্রকারে পরমোপাস্যের সঙ্গে উপাসকের নিত্য সংযোগ স্থাপিত হয়, সে কার্য্য করার নামই হচ্ছে যোগ-সাধন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঢাকা
১৫ই আশ্বিন ১৩৪১

সত্য, মিথ্যা ও লোকহিত

জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—সত্য কথা বল্‌লে যদি লোকের অহিত হয়, তবে তদ্রূপ সত্য কথা বলা উচিত কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক কথায় এর জবাব দেওয়া চলে না। সাধুজন-সম্মত সর্ব্বজন-স্বীকৃত আদর্শ হচ্ছে এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই সত্যই একমাত্র কথনীয় এবং অসত্য বর্জ্জনীয়। কিন্তু সত্যের প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে সর্ব্বভূতের উপকারে। যে সত্যে সর্ব্বভূতের অহিত হবে, তদ্রূপ সত্য কথনে সত্যবাদিতার অহঙ্কারকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কিন্তু সর্ব্বভূতের উপঘাতক পাপও সঞ্চিত হয়। এই সকল সত্য পুণ্যবৎ প্রতীয়মান হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্য নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে পাপ। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এরূপ সত্য কথা বলা উচিত। সর্ব্বভূতের হিতকর সত্যবাক্যই বলা উচিত এবং এজন্য যথেষ্ট বিচার-শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক।

প্রশ্ন।—যেরূপ সত্য কথা বল্‌লে কতক লোকের হিত এবং কতক লোকের অহিত হয়, তৎসম্পর্কে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেখতে হবে যে, কত লোকের হিত

হচ্ছে আর কত লোকের অহিত হচ্ছে। আরো দেখ্‌তে হবে যে, কেমন লোকের হিত হচ্ছে আর কেমন লোকের অহিত হচ্ছে। দুচার জন লোকের যাতে হিত হচ্ছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের যাতে অহিত হচ্ছে, এমন সত্য ঠিক্ ঠিক্ সত্য নয়, এর ভিতরে হিংসা-রূপ অসত্য লুকিয়ে আছে। অনেকগুলি স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব পরানিষ্টকারী দুর্জ্জনের যাতে হিত হচ্ছে কিন্তু তদপেক্ষা কমসংখ্যক পরোপকারী পরমার্থসেবী উদারচেতা জীবহিতকারী সৎপুরুষের যাতে অহিত হচ্ছে, এমন সত্য সত্য হ'লেও সকল সময়ে অনুবর্ত্তনীয় নয়। তবে, অপক্ষপাত-দৃষ্টিতে সকল দিক্ তলিয়ে বোঝ্‌বার অভ্যাস না থাক্‌লে সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্বে খেই হারিয়ে ফেলার যথেষ্ট ভয় থাকে।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে নিঃস্বার্থপরতা

প্রশ্ন।—সত্য-মিথ্যার এইরূপ দ্বন্দ্বে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম উপায় হচ্ছে, দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত বিচার থেকে নিজের স্বার্থকে এবং স্বার্থবোধকে দূরে সরিয়ে আনা। যেখানে সত্য বা মিথ্যা বলার ভিতরে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই, সেখানে কোন্‌টী যে কর্ত্তব্য, তা বুঝতে আমার পক্ষে খুব বেশী দেরী হবে না। তবে, স্বার্থ বল্‌তে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শুধু টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ, লোক-মান বা যশঃ-প্রতিপত্তিই বুঝ্‌লে চল্‌বে না, পরন্তু আমি যে নির্দ্দিষ্ট একটী মতবাদের সমর্থক, আমার যে নিজের কতকগুলি জিদ্ আছে, নিজের একটা গোঁ আছে, সেই সবের প্রতিও অনাসক্ত হ'তে হবে। নিজের জিদ্ নিজের গোঁ, নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রভৃতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন হ'তে হবে। তবে বলা চলবে যে, আমি সত্য-মিথ্যার বিচারে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যবহার করেছি।

সত্য-মিথ্যার নির্ণয়ে ভগবৎ-শরণাগতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, এই পথ-নির্দ্দেশ হল তার জন্য, অহং-এর উপর যার আস্থা প্রচুর। কিন্তু নিজের উপরে আস্থা তোমার যতই অধিক হোক, ভগবৎ-করুণা ব্যতীত তুমি কখনো কোনও বিচারে সম্পূর্ণ নির্ভুল হ'তে পার না। এমন কি বিচারে নিরপেক্ষতা অর্জ্জনও বিশেষ ভাবে সাধন-সাপেক্ষ। সুতরাং সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে প'ড়ে তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হবে, ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। ভগবৎ-শরণাগতি অন্তরের ভিতরে সত্য-মিথ্যা দ্বন্দ্বের নির্দ্দোষ মীমাংসাকে জাগরিত ক'রে দেয়। সেজন্য তোমার আর পৃথক্ ক'রে বিচার-বিতর্ক-বিবেচনার প্রয়োজন হবে না। শরণাগত চিত্ত অতি সহজেই প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্ত চিত্তে

ভগবানের সত্য অভিপ্রায় আপনি ফুটে ওঠে। এই কথাটী অভ্রান্ত ব'লে জান্‌বে, যা ভগবদভিপ্রায়, তাই সত্য, অপর সকলই অসত্য।

সত্য-গোপন কি পাপ

প্রশ্ন।—সত্য-গোপন কি পাপ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অপরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে যে সত্য-গোপন, তা পাপ। পিতা বা বন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তুমি সব জেনেও পিতা বা বন্ধুকে কিছু জান্‌তে দিলে না,—এটা পাপ। শুধু পাপ কেন বলি, ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য যদি কোনও কারণে সিদ্ধও না হয়, তবু তুমি ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দিষ্ট অন্যায় কাজের সহায়তাকারী ব'লে কঠোর শাসনের যোগ্য। আবার, একটা পরিবারের মধ্যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা প্রকাশ পেলে সেই পরিবারের নিদারুণ ক্ষতি হবে, অথবা কোনও ব্যক্তি কোনও গুরুতর গর্হিত কাজ করেছে যা প্রকাশ কর্ল্লে অপরে তার অনুকরণ ক'রে সমাজের অনিষ্ট কর্ব্বে,—এমন স্থলে সত্য-গোপন করাই পুণ্য। মানুষ যদি নিজের পাপ-কার্য্য সমূহ দুনিয়ার লোকের কাছে ব'লে ব'লে বেড়ায়, তাহ'লে উক্ত পাপগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের ভীতি এবং বিরক্তি দূর হ'য়ে গিয়ে পরোক্ষে রুচি এবং প্রবণতা সৃষ্টি হ'তে পারে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এতে জগৎ ও সমাজ ধ্বংসে পাবে। এ স্থলে সত্যকে গোপন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি তোমার অপরাধ সমূহ নির্দ্দিষ্ট ভাবে এমন কোনও লোকের কাছে বললে, যাঁর কাছে বলার দরুণ তোমার পাপের প্রবণতা নাশ পাবে, এস্থলে সত্য-গোপন করা অন্যায় হ'ত। নিজের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ এবং জগতের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে যে সত্য হয়ত একজনের নিকটে প্রকাশ ক'রে ধরা তোমার কর্ত্তব্য, সেই সত্যই অপর একজনের কাছে প্রকাশ করা হবে তোমার নিদারুণ অকর্ত্তব্য। ফটো তোলবার সময়ে কাপড় প'রেই লোকে তা তোলে, উলঙ্গ হ'য়ে তোলে কি? তা' তোলে না। কিন্তু এতে এই অভিযোগ করা চলতে পারে যে,—"একটা মানুষের পক্ষে তার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ যেমন সত্য, তার গুপ্তেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ সত্য। সুতরাং গুপ্তেন্দ্রিয়কে কেন ফটো থেকে বাদ দেওয়া হবে?" এরূপ অভিযোগ কেউ ক'রে বস্‌লে তা' খুবই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হবে না। কিন্তু ফটো লোকে তোলে সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য, অথচ মানুষের গুপ্তেন্দ্রিয় সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য নয়। তাই ফটো তোলার সময়ে কাপড় প'রে গুপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ গোপন করাতে পাপ হয় না। মায়ের স্তন মায়ের শরীরের পক্ষে এক অপরিহার্য্য সত্য, কিন্তু এ স্তন তার শিশুর দুগ্ধপানের জন্য, সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য নয়। এই

কারণেই মা যদি লোক-সমক্ষে আসার কালে বস্ত্রাবরণে স্তন ঢেকে আসেন, তবে এতে সত্য-গোপন-করা-জনিত অপরাধ হবে না। দেবদর্শনের জন্য মন্দির-দুয়ার খোলা থাকে, কিন্তু কদর্য্য দৃশ্যে যেন লোকের চিত্তে বিবমিষা না জাগ্রত হয়, এই উদ্দেশ্যে পাইখানার গামলার ন্যক্কার-জনক দৃশ্যকে আড়াল সৃষ্টি ক'রে ঢেকে রাখা হয়, এতে সত্য গোপন করার অপরাধ হয় না।

ঢাকা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৪১

ভালবাসা জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ভগবানকে যে জীব কেন ভালবাসে, তার কারণ বলা কঠিন। বল্লে প্রথমে বলতে হয় যে, ভগবান নিজে জীবকে ভালবাসেন, তাই জীব তাঁকে ভালবাসে। আরো বলতে হয়, ভগবান্ জীবকে ভালবাসার স্বভাব-ধর্ম্ম দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, তাই জীব ভগবানকে ভালবাসে।

মাগো, প্রাণ তোরে ভালবাসে।
(তাই) শিশুর সরল সোহাগ লইয়া
সদা খল খল হাসে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চারু চরণের কিরণ-মালায়
নিতি নব-লীলা দেখিবারে পায়,
কত হাসি-খেলা রাতুল শোভায়
জ্যোছনা-পুলকে ভাসে।
অপলক চ'খে থাকি মা চাহিয়া,
উছল হরষে নাচে মোর হিয়া,
কত যে ছন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চরণের চারি পাশে।

ভালবাসার সসীম ও অসীম রূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ভালবাসা যখন সসীম সান্তকে নিয়ে আটক পড়ে, তখন লালসা ও বাসনার শ্যাওলা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালবাসা যখন সসীমের ভিতরেও অসীমকে অনুভব করে, সান্তের মাঝ দিয়েও অনন্তের স্পর্শসুখ পায়, নাম-রূপ-গুণাদির পরিবেষ্টনে থেকেও নামাতীত, রূপাতীত, গুণাতীত পরম সত্তার সঙ্গ করে, তখন এটী জীবের সর্ব্ববন্ধনের মোক্ষদাতা, সর্ব্বসংস্কারের লয়-বিধাতা, সর্ব্ব সংশয়ের ভয়ত্রাতা হয়। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ছোটতে এসে আটকা পড়লেই বিপদ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে বৃহত্তমে যাও, তোমার স্বভাব-সম্পদ ভালবাসাকে সার্থক কর।

ভগবানকে ভালবাসা বনাম ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা

প্রশ্ন। মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতিকে ভাল না বেসেও কি ভগবান্‌কে ভালবাসা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যায়, কিন্তু সেই অবস্থাটা হচ্ছে এই যে, ভগবানের সৃষ্টি ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়, অতএব ভগবানকে ভালবাসাই তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসার রূপ পায়। কিন্তু ভগবানকে ভুলে গিয়ে তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে আকর্ষণ, তাকে প্রেম বলা চলে না, সেটা নিতান্তই প্রাকৃত ব্যাপার। ভগবানে যখন ভালবাসা আসে, তখন সেই ভালবাসা এত বৃহৎ ও এত মহৎ হয় যে, সেই ভালবাসার আওতার নীচে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থাবর, জঙ্গম, জড় ও চেতনাময় বস্তু এসে যায়। নিখিল-ভুবনকে ভুলে গিয়েই ভগবানকে ভালবাসতে শিখ্‌তে হয়। কিন্তু সেই ভালবাসার অপার্থিব ব্যাপকতাহেতু সব-কিছুই ঐ ভালবাসার আশ্রয়তলে এসে দাঁড়ায়। ভগবানকে ভালবাসা আর তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসার ভিতরে একটা বিরাট পার্থক্য এই যে, ভগবানকে ভালবাসার কালে তুমি, তোমার অহং, তোমার সর্ব্ববোধশক্তি, তোমার সকল আস্বাদন-পিপাসা, তোমার ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনেচ্ছা সবই একমাত্র ভগবানের অধীন ক'রে রাখ; কিন্তু সর্ব্বজীব, বিশ্বজগৎ, কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই মহৎ ও ব্যাপক ভালবাসার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্পর্শ পেয়ে তোমার ইষ্টসুখসম্পাদনেচ্ছার একান্ত অধীন হ'য়ে পড়ে। জীবকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা এই একটা বিরাট পার্থক্যের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়ে আছে। ভগবানকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে যে ভালবাসা জীব বা বস্তুর উপরে এসে পড়ে নি, সেটা ত' ভালবাসাই নয়, সেটা নিতান্তই মোহ, লালসা, আসক্তি বা ভোগলিপ্সার রূপান্তর কিম্বা নামান্তর। কিন্তু ভগবানের প্রতি অগাধ ভালবাসার ব্যাপক বপু যখন এসে জীবের উপরে বা বস্তুর উপরে পড়ে, তখন সেই বস্তু ভালবাসার মধুতে প্রক্ষিত হ'য়ে যায় এবং তোমার ইষ্টপ্রীতি বর্দ্ধনেরই মাত্র উপকরণ-রূপে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে। তার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব হয়।

ঢাকা

১৮ই আশ্বিন, ১৩৪১

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবকে প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর দিতেছেন। শরতের নির্ম্মল আকাশ আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মেঘাচ্ছন্ন।

বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

প্রশ্নকর্ত্তা।—শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবস্থায় সন্ন্যাস নিলেন, তা'

কি সমর্থনযোগ্য? বৃদ্ধা মাতা, অসহায়া পত্নী প্রভৃতিকে ত্যাগ ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া সঙ্গত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— সঙ্গত নয়, কারণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগের দ্বারা অকৃতজ্ঞতা এবং অসহায়া পত্নীকে ত্যাগের দ্বারা অধর্ম্ম হয়। এজন্যই মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী মাতৃ-বিয়োগ-পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেছিলেন এবং স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী পত্নী-বিয়োগের পরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'য়েও পিতামাতার সেবা করা যায়, এতে দোষ হয় না। জননী স্মরণ কর্ল্লে শঙ্করাচার্য্য তাঁকে সর্ব্বদাই দর্শন দিতেন এবং অন্তিমকালে তিনি নিজ হাতে এসে মুখাগ্নিও ক'রে গেছেন। জীবন যার পরার্থে বিকিয়ে গেছে, জীব-কল্যাণ যার একমাত্র লক্ষ্য, তার পক্ষে বৃদ্ধ জনকজননীর সেবাতে পরাঙ্মুখ হওয়া এক অতি বিসদৃশ ব্যাপার। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি যার স্নেহ নেই, সে অপরকে কেমন ক'রে স্নেহ কর্ব্বে? আত্মরক্ষণে অক্ষম মা-বাপের উপর যার সেবাবুদ্ধি নেই, কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই, জগতের সেবা সে কি ক'রে কর্ব্বে? তবে, যার প্রাণ অনন্তের সেবা কত্তে চায় এবং ঐরূপ সামর্থ্য নিয়েই যে এসেছে, সে পিতামাতা প্রভৃতি দুই চারিটী স্বজনের সেবা ক'রে তৃপ্ত থাকৃতে পারে না। এমন ব্যক্তি অনন্তের সেবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতামাতারও সেবা কর্ব্বেন। অনন্তের সেবায় যে আত্ম-নিয়োগ করে, মানব-সমাজের কল্যাণে যে আপনাকে

বিলিয়ে দেয়, শ্রীভগবান্ তার সহায় হন। তাকে কর্ত্তব্যের দায় থেকে মুক্ত কর্ব্বার জন্য তিনি অহরহ-ব্যস্ত-সমস্ত থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী ভার্য্যা পরিত্যাগ ক'রে জীবকল্যাণার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর মাতাপত্নীর সেবার ভার তৎক্ষণাৎ মানব-সমাজ গ্রহণ করেছে। আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াজীর সেবা শত উপচারে ক'রে থাকে। অসংযমী স্বার্থপর সন্তান সংসারী হয়েও, সর্ব্বদা পিতামাতার নিকটে থেকেও তাঁদের কাছ থেকে শুধু নিজের সুখ-সুবিধা-টুকুই আদায় ক'রে নেয়, তাঁদের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনও প্রকার সেবাই প্রকৃত প্রস্তাবে কত্তে পারে না,—যদিও সাধারণ লোকে তার স্বার্থান্বেষণকেও পিতৃ-মাতৃ সেবা ব'লে সচরাচর ভ্রম করে। আর, সংযমী ত্যাগী সন্তান সংসার ছেড়েও পিতামাতার সঙ্গ ত্যাগ ক'রেও পরোক্ষভাবে তাঁদের সেবা কত্তে পারেন, নিজ পবিত্র হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে, নিষ্কলঙ্ক অন্তরের শুভকামনা দিয়ে, স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেম দিয়ে লোকদৃষ্টির অজ্ঞাতসারে তাঁদের গোপন চিত্ততাপ প্রশমিত কত্তে পারেন, তাঁদের মোক্ষপথের সাহায্য কত্তে পারেন। সর্ব্বস্বত্যাগী মুক্তপুরুষ সন্তানের গর্ব্ব মোহবদ্ধ মাতাপিতাকেও মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যায়। মাতাপিতার মুখে দুটি অন্নদানই সেবার চরমোৎকর্ষ নয়। অন্নদানও সেবা কিন্তু সন্তানের মনুষ্যত্ব লাভই পিতামাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা—শুধু পিতামাতা বলি কেন, সন্তানের মনুষ্যত্ব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লাভ সমগ্র কুলের অতীত এবং অনাগত নিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর উৎকৃষ্টতম সেবা। যেই কুলে একটী শুদ্ধ মানুষ আবির্ভূত হন, সেই কুলের সমস্ত দুষ্কৃতি দূরীভূত হ'য়ে কুল পবিত্র হয়।

পিতামাতার নিকটে থাকিয়াই অনন্তের সেবা

প্রশ্নকর্তা।—কিন্তু পিতামাতার নিকটে থেকেই কি অনন্তের সেবা করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কোনও কোনও ক্ষেত্রে যায়। সে সব স্থলে তাঁদের চরণচ্ছায়ায় ব'সেই যাবতীয় কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন কর্ত্তব্য। পিতামাতা কি সামান্য বস্তু যে উপেক্ষা করা চল্‌বে? যে দেহ ধারণ ক'রে ভগবানকে পাব, সেই দেহ ত' মা-বাপের কাছেই পেয়েছি! কিন্তু পিতামাতা যদি শুদ্ধ জীবন-লাভের অন্তরায় হন, তবে তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ দেহ জগতের কা'র কোন্ উপকারে আস্‌বে? বরং ব্রতচ্যুতিজনিত ক্লেশ এবং অবিবেক-জনিত পাপভারই বর্দ্ধিত হবে। এরূপ অবস্থায় পিতামাতার দৈহিক সান্নিধ্য বর্জ্জন ক'রে দূরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

বিবাহিতের স্ত্রী-ত্যাগ

প্রশ্নকর্তা।—কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী-পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস এক অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেউ এরকম কত্তে যাচ্ছে শুন্‌লে আমার ত' হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এর দায়িত্ব বড় গুরুতর। বুদ্ধদেব বা শ্রীগৌরাঙ্গ সে দায়িত্বের বোঝা বইতে পেরেছিলেন ব'লেই সবাই পার্‌বেন, তা' নয়। স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা পত্নীর যদি পতন ঘটে, তবে তার সমগ্র দায়িত্ব স্বামীর। কারণ, স্বামি-বিহনে নারী এত অসহায় যে, দুমুঠা উদরান্নের জন্য তাকে বিপদ-সাগরে ভাস্‌তে হ'তে পারে। যে দেশে বা যে যুগে স্বামীর বর্ত্তমানেই লম্পটের হাতে প্রতিনিয়ত সতীর সতীত্ব বিপন্ন, অবর্ত্তমানে সেখানে ত' বিপদের অন্ত-অবধিই নেই! বিশেষতঃ পত্নী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ। তাই তাকে বাদ দিয়ে ব্রতধারী হবার অধিকার স্বামীর নেই। সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির এই কথাটা ভেবে দেখা উচিত। স্বামীর সাহচর্য্য ছাড়া ধর্ম্ম-সাধনার অধিকার স্ত্রীজাতিকে যে সমাজ দেয় নি, সেই সমাজের পুরুষদের পক্ষে নিজ মনুষ্যত্বের সম্মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে স্ত্রীকে ছেড়ে ব্রতধারী হওয়ার কল্পনাও ত্যাগ করা উচিত। হবে ত' দুই জনে মিলে ব্রতধারী হও, সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেবে ত' দুই জনে মিলেই নাও, সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ ক'রে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের জীবন নিয়ে নিজ অন্তরঙ্গ ধর্ম্মসাধনা ও জগৎ-কল্যাণ কত্তে চাও, দু-জনেই এক সঙ্গে নব-জীবনের

দীক্ষা গ্রহণ কর, পরার্থে ও পরমার্থে জীবন বিকিয়ে দিতে চাও ত' একে অন্যকে তার জন্য প্রস্তুত কর এবং যখন দুজনের মনে সমান আগ্রহ, সমান ব্যাকুলতা, সমান দৃঢ়তা আসবে, তখন এক সঙ্গেই উৎসর্গের সাধনা আশ্রয় কর। এতেই যথার্থ পুরুষকার।

প্রশ্নকর্ত্তা।—হ'তে পারে যে, স্ত্রী সকল শুভ অভিপ্রায়ের প্রতিকূল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সেখানেও স্বামীকে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হবে—স্ত্রীকে অনুকূল করার জন্য। তার ধর্ম্মবুদ্ধিকে সুকৌশলে ধীরে ধীরে, অতি দ্রুত বা ব্যস্ততার সঙ্গে নয়, প্রবুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে এবং নিজের দেহ, মন ও বাক্যের সংযমের শক্তি দিয়ে তার শ্রদ্ধাকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। আর যেখানে স্বামীর নিজের চরিত্রই আত্মগঠনের প্রতিকূল, সেখানে তাকে সংসারে থেকেই আত্মশুদ্ধির প্রাণপণ চেষ্টা কত্তে হবে। সংসারাশ্রম আত্মজীবন-গঠনে বাধা দান কর্ল্লেও সাধারণ অবস্থায় সংসার-ত্যাগ অবৈধই হবে। এরূপ স্থলে সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যগুলিকে উচ্চ স্থান দিয়ে ঐ কর্ত্তব্য যথাবিহিত পালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপাত যত্নে আত্মগঠনই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সংসারশ্রম যদি মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে এমন কঠিন বিঘ্ন হয় যে, জীবন-গঠন ও সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কিছুতেই সামর্থ্যে কুলিয়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উঠ্‌ছে না, তখন জীবন-গঠনার্থ ঐরূপ সংসারাশ্রম পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। কারণ, মানুষের পক্ষেই আশ্রম, মনুষ্যত্বই যদি না রইল, সন্ন্যাস-সংসারাদি যে-কোনো আশ্রমই আশ্রয় করা যাক্ না কেন, কোনও আশ্রমেরই কর্ত্তব্য পালন হ'য়ে উঠ্‌বে না, ভণ্ডামিই সার হবে। তবে, এরূপ ত্যাগীর পক্ষে আত্মগঠনের পরে পুনরায় এসে পরিত্যক্ত সংসার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাতে সংসার এবং সমাজ বিশিষ্টরূপে লাভবান হবে।

বিকাল চারি ঘটিকার সময়ে হঠাৎ ভালরকমে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। কিছুকাল মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইলেন।

দ্বিবিধ কুম্ভক

একজন জিজ্ঞাসু কুম্ভক সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস এবং প্রশ্বাসের বিরতির সময়টুকুর নাম কুম্ভক। কুম্ভক দুই প্রকার হ'তে পারে। বাহ্য কুম্ভক, আর আভ্যন্তর কুম্ভক। প্রশ্বাস পরিত্যাগের পরে বায়ু যখন বাইরে গিয়ে স্থিত হ'য়ে রইল, তখন তার নাম বাহ্য কুম্ভক। শ্বাস গ্রহণের পরে বায়ু যখন ভিতরে এসে স্থির হ'য়ে রইল, তখন তার নাম আভ্যন্তর কুম্ভক। কুম্ভক-কালে মন খুব স্থির থাকে, তাই সেই সময়ে তত্ত্বে বা ইষ্টে মনোনিধান খুব গভীর এবং অতীব প্রীতিকর হয়।

বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহির্ম্মুখ কুম্ভকে আর অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকে অনুভূতির তারতম্য আছে। বহির্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি এই যে, তোমার এই দেহটা নেই বা থাক্‌লেও নিতান্ত অপ্রধান ও গৌণ বস্তু, যা-কিছু প্রধান বা মুখ্য, তা কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম ক'রে অতি ব্যাপক ভাবে ভূমা-মূর্ত্তিতে রয়েছেন এবং তোমার তুমিত্ব হয় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নতুবা ছায়ারূপে মাত্র আছে। অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি এই যে, তুমিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম ক'রে অতি বিরাট অতি বিশাল মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছ, তোমার মধ্যেই নিখিল সত্য এসে পরিপূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তুমি বিরাট এবং স্বরাট, তুমি অহং এর পরিপূর্ণ প্রসারের উপর ভিত্তিমন্ত হ'য়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য যা' বল্‌লুম, তা' অনুভূতির অতি মোটা কথা। এর বেশী প্রকাশ ক'রে বলা চলে না।

সহজ কুম্ভক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুম্ভক আয়ত্ত করার অনেক প্রকার নিয়ম এবং কৌশল আছে। এক এক যুগের সাধকেরা তত্তৎ যুগের প্রকৃতি বুঝে এক এক প্রকারের নিয়ম বা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কৌশল স্থাপিত করেছিলেন। তার সবগুলি এই যুগের উপযোগী নয় কিম্বা তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে হিতকারী নয়। সব চেয়ে নিরাপদ, নির্ব্বিরোধ ও অনায়াসসাধ্য কুম্ভক হচ্ছে "সহজ কুম্ভক" বা বিনা চেষ্টায় কুম্ভক। স্বাভাবিক শ্বাসে আর স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নাম কত্তে ক্রমশঃ আপনা আপনি এই কুম্ভক আয়ত্ত হ'য়ে যায়। কেমন ক'রে আয়ত্ত হয় জান? তোমার স্বাভাবিক যা' শ্বাস আর স্বাভাবিক যা' প্রশ্বাস, তাদের মাঝখানে বাইরে একটী এবং ভিতরে একটী মোট দুইটী স্বাভাবিক বায়ু-বিরতি রয়েছে। এই বিরতি-কাল এত ছোট যে, বিরতি যে দুটো রয়েছে, তা' তোমরা নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসকে একটু পর্য্যবেক্ষণ না কর্‌লে ধর্‌তেই পার না। ধর, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ Shuttle (শাট্‌ল) ট্রেন যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা' ঢাকাতে ফিরছে। যাওয়া আর আসা ছাড়া এই ট্রেনের কোনো কাজ নেই। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ গিয়েই ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হ'লেও ট্রেনকে আবার থাম্‌তে হয় এবং তারপরে নূতন ক'রে যাত্রা সুরু কত্তে হয়। এই যে থামা আর যাত্রা সুরু করা, এর মধ্যবর্ত্তী সময়টুকু কিন্তু পূর্ণ বিরাম। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কেও তাই। বাইরে গিয়ে আবার ভিতরে আসা সুরু না কত্তেই কতক সময় বায়ু একটু জিরিয়ে নেয়, ভিতরে গিয়ে আবার বাইরে আসা সুরু না কত্তেই কতক সময় বায়ু একটু জিরিয়ে

নেয়। প্রাণ-বায়ুর এই যে জিরানো, তাই হচ্ছে কুম্ভক। নারায়ণগঞ্জ গিয়েই ট্রেনটি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হ'তে পারে না, যদি অনেক যাত্রী থাকে, যদি মাল বোঝাই করা প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ অবস্থায় ঢাকা এসেই ট্রেনটী সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হ'তে পারে না, তার গতি-বিরতির কাল বেড়ে যাবেই যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ আপট্রেন ও ডাউনট্রেনেও তেমনি নামের বোঝা চাপিয়ে দিলে ক্রমশঃ বিরতির কাল-পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে বাধ্য হবে। জোর ক'রে শ্বাসকে শাসনে আনবার দরকার হবে না, নামের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে গেলে আপনি বায়ু কাবু হ'য়ে নিজের গরজে বিশ্রাম বেশী বেশী ক'রে নেবে। দীর্ঘকাল পরে দেখা যাবে যে, এর ফলে আপনা আপনি বায়ু বাইরে এবং ভিতরে ক্রমশঃ এত দীর্ঘকাল স্থির হ'য়ে থাকছে যে, হঠযোগীরা চেষ্টাকৃত কুম্ভক ক'রে ক'রেও অত দীর্ঘকাল বায়ু ধারণ কত্তে পারেন না।

সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, এর কোনও শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া নেই। হঠ-কুম্ভকে ভুল ভ্রান্তিতে বা অনিয়মে গুরুতর পীড়া জন্মাতে পারে, যার হয়ত কোনো চিকিৎসাই নেই। সহজ-কুম্ভকে কখনো কারো কোনো প্রকার পীড়ার সৃষ্টি হ'তে

পারে না, বরঞ্চ এর ফলে বহুবিধ পীড়ার অবসান হয়। হঠ-কুম্ভকে মনটা থাকে শ্বাসকে ধরার উপরে, শ্বাসের প্রভু পরমাত্মাকে ধরার উপরে নয়; এজন্য কুম্ভকের প্রগাঢ়তা খুব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতিটাও খুব বেশী পরিমাণ হ'য়েই যাবে, এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রেমের পথ

ইহার পরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলহের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ নিবারণের প্রকৃত পথ হচ্ছে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্তায় এবং সর্ব্বজীবের পিতৃত্বে বিশ্বাস করা। ভগবানে প্রগাঢ় বিশ্বাস না এলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কখনো দূর হবে না। ভগবানকে তোমরা খেলার সামগ্রী করেছ, তোমাদের নিজ নিজ ভোগের উপকরণে পরিণত করেছ, তাঁকে তোমাদের নিজ নিজ সুখ-সুবিধা সম্পাদনের প্রয়োজনেই মাত্র স্বীকার কচ্ছ। এই জন্যই এক সম্প্রদায়ীরা অন্য সম্প্রদায়ীদিগকে প্রেমের চক্ষে দেখ্‌তে পার না। যেমন দুই, তিন বা চারিটী সতীন থাক্‌লে হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে না। কেন না, স্বামীর প্রতি তাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভোগ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কলুষিত—সেবা-প্রণোদিত নয়। তাদের প্রত্যেকের নিকটে স্বামীটি তাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সম্পাদনের সহায়ক মাত্র, স্বামীর প্রতি তাদের দাবী সুখ-প্রাপ্তি, স্বামীকে তাদের প্রয়োজন নিজ সুখের জন্য। স্বামিসুখের জন্য তাদের জীবন নয়, তাদের সুখের জন্যই তাদের স্বামি-গ্রহণ। ঠিক্ তেমনি নিজ নিজ সুখের জন্য যারা ভগবানকে ডাকে, অপর ভগবদ্‌ভক্তের প্রতি তাদের প্রেম আসা অসম্ভব। যে ক্ষেত্রে ভগবৎ-সেবারই জন্য জীব জীবন-ধারণ করে, সেই ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী ভগবদ্-ভক্তদের প্রতি তার প্রাণ প্রেমাকুল না হ'য়েই পারে না। জীবনে দুটী চারটী দিন ভগবৎ-সুখার্থে ভগবৎ-সেবা ক'রে আমার এই কথার প্রত্যক্ষ সত্যতার প্রমাণ লও।

আমি ত' চাহিনি তব প্রণয়-মধু

সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ হইলেই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামিবাগে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজ সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করিলেন। তৎপরে একটি ব্যাকুল ভক্ত নিজ প্রাণের কতিপয় কথা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদুস্বরে স্বরচিত গান তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

আমি ত' চাহিনি তব প্রণয়-মধু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তবু কেন পাগল করিলে আমারে?
হ'তে ত' চাহিনি তব পরাণ-বঁধু,
তবু কেন ভাসাইলে নয়ন-ধারে?
কেন দিলে আকুলতা,
দিলে প্রাণ-ভরা ব্যথা,
কেন দিলে এ আবেগ
হৃদি-মাঝারে?
কোমল করিলে কেন কঠিন হৃদি,
মরুভূমে বহাইলে প্রেমের নদী?
যত আগে চাহি নাই,
তত আজি কেন চাই?
প্রাণের প্রবাহ কেন
চাহে তোমারে?

গোপন পূজার ধন

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

আমার, গোপন পূজার ধন।
আজকে কেন বাইরে এসে
ডাক্‌ছ হে এমন?
প্রাণের পুরে তোমার সাথে
হ'ত আলাপ দিবস-রাতে,
নিকট কেন দূর হ'য়ে আজ

করছ উচাটন?
দূর থেকে ঐ বাঁশীর ধ্বনি
ব্যথাই যে দেয়—যতই শুনি;
না প্রাণনাথ, এস কাছে,
দাও হে আলিঙ্গন।
আগে যেমন ছিলে হে নাথ,
তেমনি হও আপন।

কেন আমায় কর্‌লে পাগল

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

কেন আমায় কর্‌লে পাগল
এমন ক'রে?
আর যে আমি রইতে নারি
সলাজ মুখে আপন ঘরে।
তোমার বাঁশীর করুণ রব
কেড়ে আমার নিল সব,
নিল সরম, নিল ভরম,
কর্‌ল অধীর তোমার তরে।
গোপন ছিলে হৃদয়-মাঝে,
বাহিরে ডাক আজ কি কাজে?
ভিতর আলো-করা মাণিক!
থাক্‌লে কি দোষ অন্তরে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জিজ্ঞাসু আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি হইতে যে কয়খানা উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে, নিম্নে তাহা সন্নিবেশিত হইল।

মহান্‌প্রার্থী ও মহতী প্রার্থনা

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি ভগবানের চরণে যে সাত্ত্বিক প্রার্থনা জানাইয়াছ, তাহা পূর্ণ হইবে। যে নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তি চাহে না, চাহে ভগবানের সুখ, ভগবানের তৃপ্তি, তার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না ত' কার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে? পৃথিবীর কোনও সুখ যে চাহে না, চাহে মাত্র ভগবানে নিত্যা রতি, তার মতন মহান্ প্রার্থীই বা আর কে আছে? দুঃখ দেখিয়া মোটেই ভয় পাইও না। এই দুঃখের পশ্চাতে পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানের করুণাময় হস্ত রহিয়াছে। তোমার বুকে তিনি অবিরাম বল যোগাইবেন। তামসিক ব্যক্তিরা গুরুতে এবং ইষ্টে পাপ সমর্পণ করিয়া হাল্‌কা হয়, আর সাত্ত্বিকেরা নিজেদের পুণ্যটুকু সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করে। 'হে প্রভো, আমার পাপের ফল আমাকে ভুগিয়া শুদ্ধ ও নিষ্কাম হইতে দাও, আর আমার পুণ্যের ফলটুকু তুমি গ্রহণ করিয়া আনন্দ-

সম্ভোগ কর',—এইরূপ প্রার্থনার চেয়ে মহতী প্রার্থনা জগতে আর কি আছে?

মধ্যম প্রার্থী

"কিন্তু যাহারা অত বড় মহান্ প্রার্থী নহে, তাহারাও অনাদরের পাত্র নহে। 'হে ভগবান্, আমার সকল পাপ তুমি নিয়া যাও, নতুবা প্রারব্ধ ভুগিয়া পাপের শেষ করিবার ধৈর্য্য, সাহস বা শক্তি আমার নাই দয়াময়, অকৃতী অধম অনাথ সন্তানের কৃতকর্ম্মের ভোগ নিজের হাতে সরাইয়া দিয়া আমাকে তোমার ভজন-সাধনের আনুকূল্য প্রদান কর, নতুবা বিল-জোড়া শক্ত দামে পরিণত এই কচুরী-পানার দঙ্গল অতিক্রম করিয়া জীবনের নৌকা লগি ঠেলিয়া আগাইয়া নিবার সাধ্য আমার নাই প্রভো',—এভাবে কেহ প্রার্থনা করিলে সে অবশ্যই উত্তম প্রার্থী হইবে না, কিন্তু একেবারে অধমও হইবে না। এইরূপ প্রার্থীদিগকেও আমি আমার পূজার পাত্র জ্ঞান করি।

অধম প্রার্থনা

"পরন্তু,—'হে হরি, মোকদ্দমায় যেন জয়ী হই, পুত্র যেন আরও তিনটী জন্মে, কন্যা যেন ভাল বরে দিতে পারি, প্রতিবেশীর চেয়ে যেন আমার অর্থ বেশী হয়, লটারীর টিকিটে যেন অর্থ অবশ্যই মিলে',—এই জাতীয় প্রার্থনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অতীব অধম। কিন্তু যে কিছুতেই ভগবানের কাছে মাথা নত করিবে না, সে যদি রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি বলিয়াও প্রার্থনা করে, তবে তাহা নিতান্তই মন্দের ভাল বলিতে হইবে। তুমি তোমার মনকে অধম ও মধ্যম প্রার্থনা হইতে মুক্ত রাখিয়া সর্ব্বদা উত্তম স্তরে রক্ষার চেষ্টা করিও।"

ভক্তি ও বিশ্বাসের পারস্পরিকতা

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতার উপরে তুমি ভক্তি হারাইয়াছ, তাই পিতা তোমার উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ভক্তি আর বিশ্বাস বড়ই পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। একজনের ভিতরে একটী আসিলে অপর জনের ভিতরে অপরটী আসিবেই আসিবে। সুতরাং পিতার হারানো বিশ্বাসকে যদি ফিরিয়া পাইতে চাহ, তাহা হইলে তাঁর চরণে অকৃত্রিম ভক্তির আগে অনুশীলন কর। পিতার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, তাঁহার গৌরবকে বারংবার লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অমর্য্যাদা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিনয় পরিহারপূর্ব্বক পিতৃ-চরিত্রের সহস্র দোষ অনুসন্ধান করতঃ তাঁহার উপরে শাসন-দণ্ড পরিচালনের

ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া তারপরেও ভরসা করিবে যে, পিতা-পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস করিবেন, ইহা অতীব অসঙ্গত। পিতৃবক্ষ স্নেহের খনি, সুতরাং তিনি নিজেও শত চেষ্টা করিয়া তোমাকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না, কিন্তু বিশ্বাস পাইবে না, অকুণ্ঠ এবং অগাধ নির্ভর পাইবে না। পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি পাইতে পার, পিতার গচ্ছিত ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি পাইতে পার, কিন্তু বিশ্বাস পাইতে হইলে বিশ্বাসের যোগ্য হইতে হইবে। বিনয় ও আনুগত্য ব্যতীত কেহ বিশ্বাসের পাত্র হয় না। কথাগুলি তিরস্কার-রূপে গ্রহণ না করিয়া নিজ সুস্থ চিত্তে বিচার করিয়া দেখিও। খোদার উপর খোদ্‌কারী করিয়া কেহ বিশ্বাসের ভাজন থাকে না, এমন কি সুগভীর স্নেহের অধিকারী হইয়াও নহে। পিতামাতা যে সন্তানকে স্নেহ করেন, গুরু যে শিষ্যকে স্নেহ করেন, তাহা কোনও হেতুবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে। সেই স্নেহ অহেতুক। অহেতুক বলিয়াই ইহা টলে না, কমে না, নষ্ট হয় না। কিন্তু বিশ্বাস অহেতুক বস্তু নহে। ইহা হেতুকে আশ্রয় করিয়া বাড়ে। সেই হেতুগুলি হইতেছে আনুগত্য, বিনয় এবং ভক্তি। পিতৃভক্তির অনুশীলন করে না অথচ পুত্র বলিয়া বিত্তের দাবী করে, এমন ব্যক্তি ত' বাতুল-শ্রেণীভুক্ত। গুরুভক্তির অনুশীলন করে না, অথচ নিজেকে শিষ্য বলিয়া জাহির

করে, এমন ব্যক্তিও বাতুলই বটে। না দিয়া জগতে কে কবে কিছু পায়? ভক্তি দাও, আনুগত্য দাও, আদেশপালনের যোগ্যতা দেখাও, তবে ত' বিশ্বাসরূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবে। আস্ফালনে বিশ্বাস পাইবে না, পাইবে শান্ত সমাহিত অনুত্তেজিত নম্রতায়। তাহার অনুশীলন করিবে কি? পিতাকে তাঁহার কর্ত্তব্য শিখাইবার কালে কতবার মুখর হইয়াছ, স্মরণ করিয়া দেখ। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য নিজে শিখ নাই।"

দেবত্ব

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পত্রের ভিতরে দিব্য জীবন-লাভের আকাঙ্ক্ষা অতীব তীব্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মানব-জীবন পরিপূর্ণতা পায় দেবত্বে। পরার্থে স্বার্থ-বিসর্জ্জন দেওয়াই হইতেছে দেবত্বের লক্ষণ। স্বর্গের কর্ত্তৃত্ব লইয়া মারামারি কাটাকাটি নহে, সমুদ্র-মন্থনোত্থ সুধার জন্য কাড়াকাড়ি হানাহানি নহে, পর-অর্থে স্বকীয় ক্ষুদ্র সুখকে বিসর্জ্জন দেওয়াই দেবত্ব। পর মানে পরম, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহার উপরে কিছু নাই। সব চাইতে বড় প্রয়োজনে ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে বলি দেওয়াই দেবত্ব।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দম্পতীর একনিষ্ঠা, জৈব প্রেম ও দৈব প্রেম

নোয়াখালী-জেলা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহিত পুরুষের পক্ষে নিজ স্ত্রীতেই প্রাণের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করা কর্ত্তব্য। নিজ স্ত্রীকে এমন করিয়া ভালবাসা কর্ত্তব্য যেন অপর স্ত্রীকে মন বা চক্ষু একবারের জন্যও না তাকাইয়া দেখে। এই একনিষ্ঠতা যদি একান্ত ভাবে জৈব-ভাবানুপ্রাণিতও হয়, যদি দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণার আদান-প্রদানের দিক্ চাহিয়াও চলে, তবু একনিষ্ঠার এমনই এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, ইহার ফলে জৈব ভালবাসাই ক্রমে দৈব ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। কাঁচা আম যেমন টক্ লাগে বলিয়া দন্তের অহিতকর, কিন্তু পাকিলেই পরম সুস্বাদু, ঠিক্ তেমনি জৈব প্রেম কাঁচা থাকিতেই বিপত্তিকর, কিন্তু লাগিয়া থাকিতে থাকিতে বৈশাখের কাঁচা আম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে গিয়া নিশ্চিতই পাকে, তখন ইহা ক্রমশঃ দৈব প্রেমের রূপ ধরে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা, একের উপরে অপরের কর্ত্তৃত্ব-স্থাপনের জন্য নহে, পরন্তু একের ভিতরে অপরকে ষোল আনা পাইবার জন্য। স্বামী এবং স্ত্রীর মিলন একের ভোগসুখের জন্য অপরকে উপকরণ-রূপে

ব্যবহার নহে, পরন্তু একের তৃপ্তির প্রয়োজনে অপরের সুখলিপ্সাহীন আত্মদান। আত্মসুখী পশু আত্মদান শিখিলেই দেবতাতে রূপান্তরিত হয়। সেই আত্মদান শিখিতে হইলেই একনিষ্ঠারূপিণী দেবীর আগে অর্চ্চনা করিতে হয়।"

পাপীকে ঘৃণা করি না

খুলনা, সাতখিরা-নিবাসী অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে ভুল করিয়াছ, তাহা নিয়া বিষণ্ণতার চর্চ্চা করিয়া কোনও লাভ হইবে না। ভুল করিয়াছ, ত' করিয়াছ, আর করিও না। ভুল করিয়াছ বা পাপ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ঘৃণা করিব, তেমন ব্যক্তি আমি নহি। তাপীকে দেখিলে তার তাপের ভয়ে আমি দূরে পলাইয়া যাই না, তাকে সস্নেহে টানিয়া আনিয়া আমার শীতল বুকের স্পর্শ দেই। আশা, যদি তাহাতে তাহার তাপ কিছু কমে। অপরের ঘৃণিত বলিয়া আমি তোমাকে ঘৃণা করিব না। আমার চিত্ত ঘৃণা-বিদ্বেষের উর্দ্ধে। আমার নিকট অকপট, সরল ও নিঃশঙ্ক চিত্তে আসিও। আমি দুনিয়ার চরম পাপিষ্ঠকেও কোল দিব। মদ্যপ কি লম্পট আমার অবজ্ঞার পাত্র নহে। মদ-মাতালকে নাম-মাতাল আর রমণীলোলুপকে ভগবৎ-প্রেম-লোলুপ করাই আমার লক্ষ্য।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দীক্ষার আগে ভাব জমাও

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'দীক্ষা নিতে চাহ, ইহা ত' ভাল কথা। যাহারা একাগ্র মনে সাধন করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে দীক্ষা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আমাকে দেখিলে বা আমার কথা শুনিলে, একটু মুগ্ধভাব বোধ করিলে আর সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষা নিয়া ফেলিলে, আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। অবশ্য দল বাঁধিয়া ভিড় জমাইয়া দীক্ষার্থীরা যখন আসে, তখন আমি তাহাদের অনেককেই বিমুখ করি না। কিন্তু তাহার ফলে আমাকে বহু চিত্ততাপ ও মর্ম্মদাহ সহ্য করিতে হয়। ভাগাড় ঘাঁটিতে গিয়া নিজে অনেক অবাঞ্ছিত উৎপাত ভুগিয়া থাকি। তবু সকলের প্রতিই আমার উপদেশ এই যে, দীক্ষা নিবার আগে রহিয়া সহিয়া নাও, ঝোঁকের বশে নিও না। জীবনে সকল কাজে হুজুগ চলে, বিবাহ আর দীক্ষায় তাহা চলে না, চালান উচিত নহে। অপর কেহ হইলে তাহাকে আরও লিখিতাম যে, এক বছর গুরু-পরীক্ষা কর। তোমাকে সে কথা বলিব না। তোমাকে বলিতেছি যে, দীক্ষা নিবার আগে বহুবার যাতায়াত কর, বহুবার দেখ শোন, অন্তরের ভাব জমাও, দীক্ষার্থী আর দীক্ষাদাতার মধ্যে একটা জমাট স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন কর। তারপরে যখন দীক্ষা হইবে, তখন দীক্ষার শক্তি সহজে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উপলব্ধি করিতে পারিবে। দীক্ষা নেওয়ার মানে হইতেছে, নিত্যকালের সত্যসম্বন্ধ স্বীকার করা। যে সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হইলে কোটিজন্মে বা শত চেষ্টায় অস্বীকার করা যায় না, তেমন সম্বন্ধ স্থাপন করা। সুতরাং আগে একটু ভাব জমাইয়া পরে দীক্ষা নেওয়াই ত' ভাল বাবা। নতুবা, হয়ত সামান্য একটা অকারণকে আশ্রয় করিয়া হঠাৎ একদিন গুরু-ভক্তির পার-ছাপানো সরোবরের এক কোণা দিয়া একটী ইঁদুরের গর্ত্ত হইবে এবং অপস্রোতের বেগে তাহা দেখিতে না দেখিতে বিপুল আকার ধারণ করিয়া পার ভাঙ্গিয়া সব জল নিঃশেষ করিয়া দিবে। হয়ত তখন কত কুমুদ, কত কমল ও কত কহ্লার জল-তলে ফুটি-ফুটি করিতেছিল, তাহাদের মুখের লাজ ঘুচিতে না ঘুচিতে ললাটের সিন্দুর-বিন্দুর শোভন-সাজ চিরতরে মুছিয়া গেল।

ভালবাসাকে অস্বীকার করা

"একবার ভালবাসিয়া সেই ভালবাসাকে অস্বীকার করার মত দুর্দ্দৈব মানুষের জীবনে দুইটী নাই। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এক অপার্থিব ভালবাসার সম্বন্ধ। এ ভালবাসা ত্রিকাল-ব্যাপী, ত্রিলোক-লঙ্ঘী। বিধবারও পুনর্বিবাহে হয়ত শান্তির আশা কোনও কোনও স্থলে আছে, বিপত্নীকও দারান্তর গ্রহণে ক্রমশঃ অতীতের দাম্পত্য জীবনের সুখময়ী স্মৃতি

ভুলিয়া যায় কিন্তু গুর্ব্বন্তর গ্রহণের পরে শিষ্য কখনও অন্তরের জ্বালা ভুলিতে পারে না। এই জ্বালা অহর্নিশ তুষের আগুনের মত দগ্ধ করে। বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। দেশ-পর্য্যটন, তীর্থ-দর্শন, সাধু-সমাগম, স্বাধ্যায়-সেবন প্রভৃতি দ্বারা এই অন্তর্জ্বালা আপাততঃ চাপা থাকে মাত্র, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই বিরহের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। কেন ওঠে? কেননা, ইহা ভারতবর্ষ, ইহা প্রেমের দেশ, ইহা ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎকে অনুভবের দেশ, তুচ্ছের মধ্য দিয়া সেই পরম মহান্‌কে উপলব্ধির দেশ, সৃষ্টির মধ্য দিয়া স্রষ্টাকে পাইবার দেশ, মানুষের মধ্য দিয়া পরমাত্মার অমানবীয় সত্ত্বা সন্দর্শনের দেশ, সামান্য একটা লঘু বৃত্তির ভিতর দিয়া গুরুর গুরু পরমগুরু পরমেশ্বরকে পাইবার দেশ। যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা একমাত্র এই কারণেই বলিতেছি।"

ঢাকা

১৯ আশ্বিন ১৩৪১

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লেখনী ধরিলেন। অদ্যই দুপুরের ট্রেইণে চাঁদপুর রওনা হইতে হইবে। এখানে যেসব চিঠি-পত্র আসিয়া জমিয়া রহিয়াছে, তাহার জবাব এখানেই শেষ করিয়া যাইতে না পারিলে আবার চাঁদপুরে গিয়া কতগুলি পত্রের সম্মুখীন হইতে হয়, কে জানে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বক্তা বনাম পত্র-লেখক

বক্তা এবং পত্র-লেখক এই উভয়-রূপেই শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনসেবা-জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতা-দান-কালে তিনি শত সহস্র ব্যক্তিকে তাঁহার মধুময় ভাষণ শ্রবণ করাইয়াছেন, কিন্তু পত্র লিখিয়া তিনি বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ভাব-বিনিময় করিয়াছেন। কীট, অগ্নি এবং জলের উৎপাত * হইতে সেই সহস্র সহস্র পত্রের অতি অল্পই সংরক্ষিত হইতে পারিয়াছে। এই সময়কার পত্রগুলির অধিকাংশেরই পাঠোদ্ধার কীটের জঠর হইতে টানিয়া তুলিয়া করিতে হইয়াছে। এই জন্য দুই এক স্থানে শব্দ পরিবর্ত্তন বা আনুমানিক শব্দসমষ্টির বিন্যাসও করিতে হইয়াছে।

নারীর ভগবতী মূর্ত্তি

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

---

* ব্রিটিশ রাজত্বের পুলিশের উৎপাত-ভয়ে হাজার হাজার পত্রের অনুলিপি আজ ময়মনসিংহ বা পুপুন্‌কী, কাল ধর্ম্মনগর বা ঢাকা, পরশ্ব রহিমপুর বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপর দিন শিবপুর বা মোচাগড়া, তারপর দিন চাঁদপুর বা কুমিল্লা অথবা ফেণী বা চট্টগ্রাম সরাইতে হইয়াছে। অনেক পাণ্ডুলিপি মেঘনা, ডাকাতিয়া, কর্ণফুলী, তিতাস, গোমতী ও বুড়িগঙ্গার গর্ভে চিরতরে অন্তর্ধান করিয়াছে।